শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর পঞ্চশততম আবির্ভাব
মহামহোৎসবের উপকরণ

শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুশিষ্যপ্রবরেণ

শ্রীমতা মুরারিনাম্না আচার্য্যকবিপ্রবরেণ

বিরচিতঃ



মহান্ত-শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দদেবগোস্বামিনা

প্রকাশিতঃ

দ্বিতীয়মুদ্রণম্

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর পঞ্চশততম আবির্ভাব
মহামহোৎসবের উপকরণ

শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুশিষ্যপ্রবরেণ
শ্রীমতা মুরারিনাম্না আচার্য্যকবিপ্রবরেণ
বিরচিতঃ

মেদিনীপুরমণ্ডলান্তর্গত-শ্রীপাটগোপীবল্লভপুরস্থ-
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দসেবাধিকারিণা

মহান্ত-শ্রীগোপালগোবিন্দানন্দদেবগোস্বামিনা
প্রকাশিতঃ

দ্বিতীয়মুদ্রণম্

 [আনুকূল্যম্—৫.০০

বিদ্যন্তে নৈব লোকে কতি কতি ন পুরাণেতিহাসা হি তেষু
ন কিঞ্চিৎ ক্বাপি কৃষ্ণঃ স্বয়মলিখদৃতে গীতগোবিন্দতোহসৌ।
ভক্তেষ্বেবং ন কুত্রাপি নিজকরকৃতং লিখ্যতে বিন্দুরূপং
শ্রীশ্যামানন্দ এব স্বয়মকৃত মুদা শ্রীমতী রাধিকৈব ॥

—শ্রীরসিকমঙ্গল।

যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হব গোপিকার নূপুর
তাদের পায়ে রুণু ঝুণু বাজিব গো।
মদনমোহন হেরিব গো ॥

* * * *

নরোত্তম দাস কয় এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে, আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পূরিব অভিলাষ ॥

ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথম সংস্করণ মদীয় অগ্রজ মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দগোপালানন্দদেব গোস্বামী প্রভু প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রস্তুতঃ শ্রীবিন্দুপ্রকাশ গ্রন্থখানি মদীয় পিতৃদেব মহান্ত **ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমৎ নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী** প্রভুপাদের প্রকটকালে প্রকাশ করিতে না পারায় দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহার **আবির্ভাব শতবার্ষিকী** এই মহাপুণ্য তিথিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্যামানন্দী সম্প্রদায়ের গোপন ভজন রহস্য প্রকাশক গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া শ্রীমৎ প্রভুপাদের শ্রীকর সরোরুহে সমর্পণ করিলাম।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-চরণ-সরোজ-মত্ত ষট্পদ শ্রীমৎ পিতৃদেব গোস্বামীপ্রভুজী কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন যেন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি।

শ্রীগ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে শ্রীধাম নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের বৈষ্ণব দর্শন বিভাগের সুযোগ্যতম অধ্যাপক বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ (স্বর্ণপদক) শ্রীমান্ যাবতীয় মুদ্রণালয়ের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি পণ্ডিতজী শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর শ্রীচরণপদ্ম সেবা ভাজন হউক।

॥ জয় প্রভু শ্যামানন্দ * জয় শ্রীরসিকানন্দ ॥

আবির্ভাব
শতবার্ষিকী
২৪ চৈত্র, ১৩৮৩

প্রকাশক—
শ্রীমহান্ত গোপালগোবিন্দানন্দ বেদ গোস্বামী।
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর।

যে সকল প্রমাণ গ্রন্থে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ দেব কর্তৃক শ্রীরাধিকার নূপুর প্রাপ্তি ও তিলকে বিন্দু প্রদান বর্ণন পাওয়া যায়—

১। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ শতকম্—শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুকৃত,
টীকা—শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বেদান্তাচার্য্য কৃতা।

২। শ্রীরসিকমঙ্গল—শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস—শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ সঙ্গী। (আরম্ভ ১৫৮৪—১৫৮৭শক সমাপ্ত)

৩। শ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ—শ্রীমুরারি কবিবরকৃত শ্রীশ্যামানন্দ শিষ্য। (১৬২৮ শক)

৪। শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ ও শ্রীশ্যামানন্দ রসার্ণব—
শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস প্রণীত—শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর পঞ্চম অধস্তন।

৫। শ্রীঅভিরামলীলামৃত—শ্রীঅভিরাম দাস—
শ্রীঅভিরামগোপালের সাক্ষাৎ শিষ্য।

৬। শ্রীভক্তিরত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী নামান্তর ঘনশ্যাম দাস।

৭। শ্রীপ্রেমবিলাস ও শ্রীনরোত্তমবিলাস।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব— ১৪৮২ শকাব্দ, চৈত্র পূর্ণিমা।
গৃহে অবস্থান—২০ বর্ষ, ব্রজে গমন—১৫০২ শকাব্দ।
শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী অপ্রকট—১৫০৪ শকাব্দ, শ্রীরাধাকুণ্ড।
ব্রজে অধ্যয়ন, ভজন ও অধ্যাপনা— ৩০ বর্ষ
উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন প্রচারার্থে শ্রীরসিকানন্দ মিলন - ১৫৩২ শকাব্দ
শ্রীরসিকানন্দ প্রভুসহ প্রচার ২০ বর্ষ। শ্রীরসিকানন্দের—
(জন্ম—১৫১২ শক—১৫৭৫=৬২ বর্ষ ৪ মাস প্রকট স্থিতি)
শ্রীশ্যামানন্দ অপ্রকট ১৫৫২ শকাব্দ। স্নান পূর্ণিমার পর প্রতিপদ।
প্রকট স্থিতি—১৪৮২—১৫৫২ শক=৭০ বর্ষ।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ

জয় প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥

: প্রথম সংস্করণ :

প্রকাশকের নিবেদন

স্বয়ং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ব্রজলীলার অনাস্বাদিত বাঞ্ছাত্রয়পূরণার্থে শ্রীমতীজীউর অঙ্গকান্তি লইয়া কলিজীবের সমুদ্ধারের উদ্দেশ্যে চারিশত তিপ্পান্ন বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া আটচল্লিশ বৎসরকাল লীলা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার স্বলিখিত কোন গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শিক্ষাষ্টক ও অপর কতিপয় শ্লোক তদীয় শ্রীমুখ-বিগলিত বলিয়া শ্রীগোস্বামিবর্গ সম্মান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের সঞ্চারিত শক্তি ও প্রদত্ত শিক্ষার বলে ষড়্‌গোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সমুদয় সিদ্ধান্ত ও লীলাগ্রন্থ শ্রীব্রজভূমিতে অবতারণ করাইয়াছিলেন, তাহার প্রচারের জন্য তাৎকালিক শাস্ত্রাচার্য্য শ্রীমজ্জীব গোস্বামি-চরণের শিক্ষা, উপদেশ ও আদেশক্রমে আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, ঠাকুর মহাশয় শ্রীনরোত্তম ও প্রভু শ্রীশ্যামানন্দদেব বঙ্গোৎকলাদি প্রদেশে প্রচারভার গ্রহণপূর্ব্বক সমাগত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় সমগ্র

পৃথিবী প্লাবিত করেন। তন্মধ্যে প্রধানভাবে মেদিনীপুর ও উৎকলাদি প্রদেশে প্রচারের ভারপ্রাপ্ত শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সুদীর্ঘকাল শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচারের প্রধানকেন্দ্র ছিল. শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, আর প্রচারকার্য্যের প্রধান সচিব ছিলেন. শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী বা শ্রীরসিকমুরারি। সমগ্র বৈষ্ণব-বিশ্বের সেবক জীবাধম এই প্রকাশক তদীয় বংশধারায় দ্বাদশ অধস্তন মহান্তরূপে শ্রীগোস্বামিবর্গের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহাদির সেবার ছলনামাত্র প্রদর্শন করিতেছে।

এই শ্রীপাটের ধারায় গোস্বামী ও মহান্তবর্গ চিরদিনই পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও ভজনপরাকাষ্ঠায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমধ্যে উচ্চ সম্মান অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, এই বংশের শেষ নক্ষত্র পণ্ডিত-কুলমুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীক শ্রীশ্রীল বিশ্বম্ভরা-নন্দদেব গোস্বামিপ্রভুপাদ মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই উদ্ধবপুরে আহূত সভার আচার্য্যরূপে আসীন থাকিয়া জগজ্জঞ্জালরূপ স্মার্ত্তাদি বিভিন্ন মতের নিরাকরণ-পূর্ব্বক সুবিমল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ অবশ্য বিশ্ববাসী বিদিত আছেন।

এই শ্রীপাটে উৎকল, বঙ্গ ও দেবাক্ষরে তালপত্র ও তূলট কাগজাদিতে হস্তলিখিত সহস্রাধিক গোস্বামি-গ্রন্থের লিপি সুরক্ষিত রহিয়াছেন। ৪৪৪ চৈতন্যাব্দে শ্রীধাম মায়াপুরে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক মহাপ্রদর্শনীতে উক্ত গ্রন্থমধ্যে ময়ূর, মীন, বিহঙ্গ, মাছাদি আকারের [illegible] তালপত্র-লিখিত গ্রন্থ, অন্যান্য

অপ্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ, বহু প্রাচীন সনন্দাবলী ও শ্রীশ্যামানন্দদেবের ব্যবহৃত নানাবিধ ভজনোপকরণ প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্যামানন্দদেবের ব্রজবাসপূর্ব্বক সিদ্ধদেহে ভজনকালে শ্রীমতীজীউর নূপুরপ্রাপ্তি প্রভৃতি অলৌকিক যথার্থ ঘটনাবলী শ্রীশ্যামানন্দী পরিবার-প্রমুখ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়মধ্যে সুপ্রথিত রহিয়াছে। ভজনবিষয়গুলি অতীব গুহ্যতম হওয়ায় ও অন্যান্য রহস্যতম কারণে কোন কোন পূর্ব্বতন গ্রন্থকারের মধ্যে কেহ কেহ তাহা উল্লেখ করেন নাই এবং কেহ কেহ উল্লেখ করিলেও তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবেই করিয়াছেন। বিশাল শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবারমধ্যে বিন্দুশোভিত নূপুরাকৃতি তিলক আজিও সেই অপ্রাকৃত ঘটনার অপূর্ব্ব মহিমা তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে ও চিরকাল করিতে থাকিবে। পরবর্ত্তী কালে শ্রীল রসিকানন্দদেবের পৌত্র শ্রীল নয়নানন্দদেব গোস্বামীর প্রশিষ্য ও শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণদাস-কর্ত্তৃক রচিত বঙ্গভাষাত্মক ষোড়শ লহরী বা দশা-সমন্বিত 'শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ' নামক পয়ারগ্রন্থের প্রথম দশায় এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত দেখা যায়। ঐ গ্রন্থের চতুর্থ লহরী পর্য্যন্ত ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, অপরাংশ অপ্রকাশিত ছিল। *ইতঃপূর্ব্বে হুগলী জেলার আলাটি হইতে প্রকাশিত 'শ্যামানন্দচরিত' ও কটক হইতে উৎকল ভাষায় প্রচারিত 'প্রভু শ্যামানন্দ' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান 'শ্রীবিন্দুপ্রকাশ' গ্রন্থ ঐ ঘটনা আরও দৃঢ়রূপে প্রমাণিত করিবে, সন্দেহ নাই। *(অধুনা প্রকাশিত হইয়াছে।)

তমলুক হ্যামিল্টন-স্কুলের সংস্কৃত-শিক্ষকবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, মহাশয় প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপাট দর্শনে আগমন করিয়া শ্রীল গোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী কর্তৃক সুরক্ষিত গ্রন্থভাণ্ডার মধ্যে অদ্যাপি অপ্রকাশিত গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে করিতে এই 'বিন্দু প্রকাশ' গ্রন্থের দেবাক্ষরে তূলট কাগজে লিখিত প্রাচীন মূল গ্রন্থ পাইয়া সানুবাদ প্রকাশ করিতে আগ্রহান্বিত হন। তাৎ-কালিক মহান্ত গোস্বামী মদীয় পিতৃদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় তাঁহার আগ্রহ অনুমোদন করিয়া তৎসমীপে রক্ষিত অন্য একখানি প্রতিলিপির সহিত মিল করাইয়া দেন। উহার অনুবাদকার্য্য বহু পূর্ব্বে তাঁহা কর্তৃক সম্পাদিত থাকিলেও আমাদের সৌভাগ্যের অনুদয়ে এতাবৎ শ্রীগ্রন্থখানি লোক-লোচনের গোচর করিতে পারি নাই এবং পিতৃ-দেব গোস্বামিপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারি নাই।

এই কাব্যের রচয়িতা সমাপ্তিশ্লোকে আপনার নাম 'মুরারি' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনার সমাপ্তিকাল ১৬২৮ শকাব্দ (বসুদৃগৃত্বিন্দৌ)। শ্রীল রসিকানন্দদেবেরও অপর নাম 'রসিক মুরারি' রূপে গ্রন্থাদিতে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহার তিরোভাব কাল ১৫৭৪ শকাব্দে ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদ। এই গ্রন্থের আবির্ভাব তাঁহার তিরোভাবের ৫৪ বর্ষ পরে হইয়াছে। আবার কবি ১৪ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর মুখপদ্ম হইতে শ্রুত

ও ১৪৪ সংখ্যক শ্লোকে 'তাঁহার আদেশে বর্ণিত' এইরূপ বাক্য পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দদেবেরও অপ্রকটকাল—১৫৫২ শকাব্দে স্নানযাত্রার পরদিবস। অতএব অনুমিত হয় যে,—এই 'মুরারি' শ্রীরসিকমুরারি হইতে পৃথক্ মহাজন, সুদীর্ঘজীবী ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুরই শিষ্য। প্রথম কৈশোরে দীক্ষাদি প্রাপ্ত হইলেও পরিণত বয়সে এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে মহোৎসবাংশ গদ্যময় হইলেও এই কাব্য বহুপ্রকার কাব্যগুণে ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং সম্প্রদায়-বৈভব ও ভজনশিক্ষার আদর্শরূপে অতুলনীয়। আশা করি, এই গ্রন্থ বৈষ্ণবজগতে যথাযোগ্য আদরে গৃহীত ও রক্ষিত হইবে। পূর্ব্বতন গোস্বামিপাদগণের রচিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীল রসিকানন্দ-দেবের 'শ্রীশ্যামানন্দশতকম্' ও তৎ পুত্র শ্রীল রাধানন্দদেব-রচিত ষোড়শ-সর্গাত্মক 'শ্রীরাধাগোবিন্দকাব্যম্' নামে গীতিকাব্য, মহান্ত শ্রীল ত্রিবিক্রমানন্দদেব গোস্বামীর উৎকল ভাষায় গীতাকারে রচিত শ্রীশ্যামানন্দ শতকের অনুবাদ, শ্রীল নয়নানন্দ দেবের প্রশিষ্য-রচিত 'শ্যামানন্দপ্রকাশ' এই গ্রন্থত্রয়ও অন্যান্য গোস্বামী-পাদগণের বিরচিত বহু পদাবলীও অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, উহা সত্বর প্রকাশ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করা যাইতেছে। •(অধুনা প্রকাশিত হইয়াছেন)।

অনন্তর প্রভুপাদ শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামীর লিখিত 'আস্তিক্যদর্শন', 'সুবিজ্ঞানরত্নমালা', 'বেদার্থতত্ত্বদীপিকা', 'হরিভক্তি সর্ব্বস্ব' ও 'গোবিন্দ-পরিচর্য্যা' নামক গ্রন্থ—পঞ্চকও যাহাতে

ভক্তবৃন্দের ভজনবল বৃদ্ধির সহায়তা করিতে অবিলম্বে বিশ্বে রশ্মিমালা বিকিরণ করিতে পারেন তাহার জন্যও প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদই আমার এই প্রচেষ্টাকে অচিরে ফলবতী করিয়া তুলুক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। অলমিতি।

শ্রীগৌরাব্দ—
৪৫৩-২৯ শ্রীধর,
শ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসর

প্রকাশক—
শ্রীমহান্ত গোবিন্দগোপালানন্দদেব গোস্বামী
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর।

সূচিকা

	বিষয়	শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১।	মঙ্গলাচরণ	১— ৮	১
২।	লেখ্যবিষয়	৯ — ১৫	৪
৩।	কৃষ্ণদাসের বিষয়বৈরাগ্য	১৬—১৯	৫
৪।	শ্রীগুরুপাদাশ্রয়	২০ — ২২	৬
৫।	শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন	২৩—৪১	৭
৬।	শ্রীজীবাশ্রয়	৪২—৫০	১২
৭।	কুঞ্জমার্জ্জন ও নূপুরলাভ	৫১—৫৮	১৪
৮।	সখীর সহিত শ্রীমতীর আগমন	৫৯ — ৬০	১৭
৯।	ললিতা-কৃষ্ণদাস-সংবাদ	৬১ — ৯১	১৭
১০।	নূপুর প্রত্যর্পণ ও স্বরূপদর্শনাভিলাষ	৯২—৯৪	২৭
১১।	শ্রীমতীর কৃপাদেশে রাধাকুণ্ডে স্নাপন ও মঞ্জরীদেহ লাভ	৯৫—৯৮	২৮
১২।	বিন্দুদানপূর্ব্বক স্বগণে গ্রহণ জন্য শ্রীমতীকে ললিতার প্রার্থনা	৯৯ —১০০	২৯
১৩।	শ্রীমতীর বিন্দুপ্রদান ও নিত্যনাম প্রকাশ	১০১—১০৫	২৯
১৪।	সখীগণের সহিত শ্রীমতীর প্রসাদ ও অন্তর্ধান	১০৬—১১১	৩১

১৫।	নিকুঞ্জ হইতে শ্যামানন্দের বহির্গমন ও শ্রীজীবের নিকট পরিচয় দান	১১২—১১৪	৩২
১৬।	দুর্জ্জন-কর্ত্তৃক হৃদয়ানন্দকে শ্যামানন্দ বিষয়ে মিথ্যা-সংবাদ- দান ...	১১৫	৩৩
১৭।	ক্রুদ্ধ হৃদয়ানন্দের বৃন্দাবন-গমন ও শ্যামানন্দের তাড়ন ...	১১৬—১১৮	৩৩
১৮।	স্বপ্নাবেশে শ্রীমতীর আদেশ শ্রবণ	১১৯—১২১	৩৪
১৯।	হৃদয়ানন্দের অনুতাপ ও মহান্তগণের দ্বাদশ মহোৎসবাদেশ ...	১২২—১২৭	৩৫
২০।	তাহা অঙ্গীকার ও শ্যামানন্দকে বর প্রদানে আগ্রহ	১২৮—৩০	৩৬
২১।	শ্যামানন্দ-কর্ত্তৃক মহোৎসব ভিক্ষা	১৩১—৩২	৩৭
২২।	শ্রীমদনগোপালাদেশে শ্রীল নরোত্তমাদির গৌড়োৎকল-বিজয় ...	১৩৩—১৩৯	৩৭
২৩।	শ্যামানন্দের প্রেম প্রচার ও মহোৎসব	১৪০—১৪৯	৩৯
২৪।	গ্রন্থকার ও রচনাকাল	১৫০—১৫২	৪৪

———

শ্রী শ্রীষড়ভুজ মহাপ্রভু



শ্রীগৌরচন্দ্রিকা

শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ জয়তঃ

শ্যামানন্দ-রসার্ণবোৎসবকরী গোবিন্দরাগাত্মিকা
কৃষ্ণানন্য-চকোরজীবনগতি-র্নিত্যোদয়ে শ্রীমতী।
রাধাবল্লভ-কীর্ত্তিকৈরবচয়-প্রোন্মীলমাতন্বতী
কাচিৎপ্রেমরসোজ্জ্বলা বিজয়তে গৌরাকৃতিশ্চন্দ্রিকা ॥ ১ ॥

কংসবংশগজকেশরী স্মরী-
বৃন্দমোহকর-বৈণবধ্বনিঃ।
গোপভূপতনয়ো নয়োত্তরঃ
সন্ততং শমখিলং তনোতু নঃ ॥ ২ ॥

শ্রীশ্যামের আনন্দরস সমুদ্রের স্ফীতিরূপ-উৎসবসম্পাদিকা, শ্রীগোবিন্দের প্রণয়ময়ী, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তচকোরগণের জীবন ধারণের উপায়স্বরূপা নিত্যই উদয়ে শোভাশালিনী, শ্রীরাধাবল্লভের যশঃ কুমুদিনীর বিকাশকারিণী, প্রেমরসে উজ্জ্বলা কোনও গৌরাকৃতি চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না) বিজয়লাভ করিতেছেন ॥ ১

যিনি কংসের বংশরূপ হস্তীর পক্ষে সিংহতুল্য এবং যদীয় বেণূ-ধ্বনি দেবকন্যাগণের মোহ উৎপাদন করে, সেই নীতিকোবিদ গোপরাজ শ্রীনন্দের তনয় সর্বদা আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ২

চঞ্চন্মীন বিলোচনা শশিমুখী কোকস্তনী কৈরব-
স্মায়া কৃষ্ণমনোমরালসরসী ত্রৈলোক্য শোভাস্থলী।
বিম্বোষ্ঠী শিখরদ্বিজাঽখিলকলা-লীলাগৃহং সিন্ধুজা-
গর্ব্বারম্ভবিমর্দ্দিনী দিশতু নঃ শ্রীরাধিকা মঙ্গলম্ ॥ ৩

জয়তি কনকধামা পাপবিধ্বংসিনামা
নিজবন-বররামা-প্রেমমত্তান্তরাত্মা।
সকরুণ-হসিতাস্যঃ সর্ব্বলোকৈকুপাস্য-
শ্চপলকমলনেত্রঃ কৃষ্ণচৈতন্যগোত্রঃ ॥ ৪

নিত্যানন্দঃ নন্দিতাশেষবিশ্বং শ্রীমৎকৃষ্ণপ্রেমদানৈকদক্ষম্।
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমার্য্যং কৃপাব্ধিং, নত্বা বন্দে পার্ষদান্ গৌরধাম্নঃ ॥৫॥

মীনবৎ চঞ্চল লোচনশালিনী, চন্দ্রবদনা, চক্রবাকতুল্য স্তনশোভিতা, কুমুদসদৃশ শুভ্রহাস্যমণ্ডিতা, কৃষ্ণের চিত্তরূপ রাজহংসের নিরন্তর বিচরণহেতু সরোবর সদৃশী, ত্রিভুবনের সমগ্র শোভার আকর, বিম্বোষ্ঠী সূক্ষ্মাগ্রদশনা নিখিল কলাবিদ্যার ক্রীড়াগৃহ, লক্ষ্মীদেবীর গর্বনাশিনী, শ্রীরাধিকা আমাদের কুশল নির্দেশ করুন ॥ ৩

সর্ব্বলোকের উপাস্য স্বর্ণবর্ণদেহ, চঞ্চলকমলবৎ নয়নশালী কৃষ্ণচৈতন্য নামক দেব জয়লাভ করিতেছেন। তাঁহার নাম পাপরাশি বিনাশে সুনিপুণ। বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ বিলাসিনী কান্তার প্রেমে তাঁহার হৃদয় সতত উন্মত্ত এবং তাঁহার মুখপদ্মে কৃপাময়হাস্য লগ্ন রহিয়াছে ॥ ৪

যিনি অখিলবিশ্বকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমবিতরণে একমাত্র দক্ষ সেই শ্রীনিত্যানন্দকে এবং পরমপূজ্য কৃপা-সাগর শ্রীল অদ্বৈতাচার্যকে প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদবর্গকে বন্দনা করি ॥ ৫

সনাতনং সরূপঞ্চ রঘুনাথং কৃপাম্বুধিম্।
ভট্টযুগ্মং তথা জীবং বন্দে বাঞ্ছিত পূর্ত্তয়ে॥ ৬
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মমধুপান্ করুণার্দ্রচিত্তান্
দীনাতিদীনচরিতান্ গুণদোষহীনান্।
মানাপমান-সমভাবমুপাগতাংস্তান্
বিশ্বাব্ধি-পোতচরণান্ প্রণমামি ভক্তান্॥ ৭
কৃষ্ণপ্রেমসুধা-রসাশ্রয়মসৎ-কোকৌঘশোকপ্রদং
সদ্ভক্তালি-চকোরজীবন-গতিং পাপান্ধকারাপহম্।
সর্ব্বানন্দ-কদম্ব-হেতুমসকৃৎ কামপ্রদং রাগিণাং
শ্যামানন্দ-সুধাকরং সমুদয়ং সেবে কৃপাচন্দ্রিকম্॥ ৮

আমি নিজ বাঞ্ছিত পূরণের জন্য কৃপার সমুদ্র শ্রীল রূপগোস্বামীর সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীকে বন্দনা করি॥ ৬

শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের ভৃঙ্গসদৃশ, কৃপাবারিতে সিক্তহৃদয়, অতীব দৈন্যাবতার, প্রাকৃতগুণদোষের সম্বন্ধশূন্য ভক্তগণকে নমস্কার করি। তাঁহারা মানে কিংবা অপমানে সমানভাব পোষণ করেন এবং তাঁহাদেরই চরণসমূহ সংসার সমুদ্রের উত্তরণে নৌকাস্বরূপ॥ ৭

কৃষ্ণপ্রেমামৃতরসের আশ্রয়, চক্রবাকতুল্য অসাধুসকলের শোকপ্রদ, সাধু ভক্তচকোর সমূহের জীবনোপায়, পাপান্ধকার নাশক, সর্বজীবের সর্ববিধ আনন্দের কারণ, অনুরক্ত জনগণের ভূয়োভূয়: অভীষ্টপ্রদ, কৃপারূপ জ্যোৎস্না-বিতরণশীল, সম্যগরূপে উদিত শ্যামানন্দরূপী সুধাকরের আমি সেবা করি॥ ৮

শ্রীশ্যামানন্দদেবস্য বৈরাগ্যং শ্রীগুরোঃ কৃপা।
ততো বৃন্দাবনং গন্তুং তদাজ্ঞা তন্নিষেবণম্ ॥ ৯
তত্র কুঞ্জাদিসম্মার্জ্জং রাত্র্যন্তে প্রণয়েন বৈ।
নূপুরপ্রাপণং শ্রীমদ্ বৃষার্কদুহিতুস্ততঃ ॥ ১০
ততো বিন্দুপ্রদানং তৎ স্বগণে গণনং ততঃ।
পিশুনালিবচোভিন্ন-মনসস্তাড়নং গুরোঃ ॥ ১১
স্বপ্নেঽনুশাসনং শ্রীমদ্রাধায়াঃ শ্রীগুরুং প্রতি ॥ ১২
ততো রাধাসখীং মত্বা শ্যামানন্দং মহাশয়ম্।
শ্রীগুরোঃ প্রণয়োৎকর্ষং তস্মিন্ শ্রীরাধিকামুদে ॥ ১৩
মহামহোৎসবারম্ভং যদন্যচ্চাস্তি কৌতুকম্।
সর্ব্বং তদ্বর্ণয়িষ্যামি যচ্ছ্রুতং তন্মুখাজ্জতঃ ॥ ১৪
সংসারাপারপাথোধৌ সমন্তান্মে নিমজ্জতঃ।
নিরপেক্ষ কৃপাধারাঃ সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ ১৫

শ্রীশ্যামানন্দদেবের বিষয়ে বিরক্তি, শ্রীগুরুদেবের কৃপালাভ, অনন্তর বৃন্দাবন গমনে শ্রীগুরুর আদেশ, সেই আজ্ঞাপালন, তথায় রাত্রিশেষে প্রেম-সহকারে কুঞ্জাদি মার্জ্জনা, অনন্তর বৃষভানুদুহিতা শ্রীরাধিকার নূপুর প্রাপ্তি; শ্রীমতী কর্ত্তৃক ললাটে বিন্দু প্রদানপূর্ব্বক নিজ পরিচারিকাগণ মধ্যে গণনা, খলব্যক্তির বাক্যে ক্রুদ্ধচিত্ত শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক তাড়ন, স্বপ্নযোগে শ্রীগুরুর প্রতি শ্রীমতীর অনুশাসন, অনন্তর শ্যামানন্দ মহাশয়কে রাধাসখী জ্ঞানে তদীয় সন্তোষার্থে তাঁহাতে প্রণয়োৎকর্ষ, মহামহোৎ-সবের আরম্ভ এবং অন্যান্য কৌতুক ইত্যাদি যে যে বিষয় আমি তদীয় শ্রীমুখকমল হইতে শ্রুত হইয়াছি, তৎসমুদয় বর্ণন করিব ॥ ৯—১৪

আমি সংসাররূপ অপারসমুদ্রে সর্বতোভাবে নিমজ্জিত হইতেছি, অহৈতুক কৃপাবান্ সাধুগণ আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৫

গৃহে স্থিতোঽপি বৈতৃষ্ণ্যং বিষয়েষু দধচ্চ যঃ।
পূজয়ত্যেব ভগবদ্ভক্তান্ শান্তমতীন্ দ্বিজান্।
শ্রীমৎকৃষ্ণকথালুব্ধো বিদগ্ধো ধর্ম্মমর্ম্মবিৎ।
শৃণোতি শ্রদ্ধয়া নিত্যং শ্রীমদ্ভাগবতং মুদা॥ ১৭

তত্রাশ্রয়স্য গুণবৃন্দমমন্দমাশু
শৃণ্বন্ প্রহর্ষিতমতিঃ পুলকাঞ্চিতাঙ্গঃ।
কম্পোত্তরঙ্গিত-তনুস্তনুতে কদাচিন্
নৃত্যং হসত্যবিরতং কুরুতে চ গানম্॥ ১৮

এবং দিনানি কতিচিৎ স্বগৃহেষু নীত্বা
প্রোৎকণ্ঠয়াকুলিতধীরুদিতাত্মভাবঃ।
তত্ত্বং বিবোদ্ধুমখিলাশ্রয়পাদপদ্ম-
স্যাদৌ ববাঞ্ছ গুরুপাদযুগাশ্রয়ং যঃ॥ ১৯

শ্রীশ্যামানন্দদেব গৃহে অবস্থানকালেও বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া বৈষ্ণব ও শান্তস্বভাব দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিতেন॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র শ্রবণে লুব্ধ, রসিক ও ধর্ম্মজ্ঞ সেই শ্যামানন্দদেব সর্ব্বদা আনন্দ সহকারে সশ্রদ্ধভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন॥ ১৭

শ্রীমদ্ভাগবতে আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণভক্তের ও শ্রীগৌরকৃষ্ণের গুণাবলি শ্রবণপূর্ব্বক অতীব সানন্দমনে সর্ব্বাঙ্গে পুলক ধারণ করিতেন। তদীয় শ্রীঅঙ্গ কম্পদ্বারা তরঙ্গিত হইতে থাকিত। তিনি সকল সময়ে কখনও বা নৃত্য, কদাপি হাস্য ও অন্য সময়ে গীতাদি বিস্তার করিতে থাকিতেন॥ ১৮

তিনি এইরূপে নিজগৃহে কিয়দ্দিন যাপন করিতে করিতে স্বীয় স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইলে অতীব উৎকণ্ঠা গ্রস্ত হইলেন। অতএব নিখিল জীবের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের পাদপদ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ তিনি প্রথমেই শ্রীগুরুদেবের পাদযুগলে শরণ আকাঙ্ক্ষা করিলেন॥ ১৯

ত্যক্ত্বা গৃহং ধনজনৈরভিপূর্ণমারাৎ
চীরাম্রপটুমমরালয়তো বরং যঃ।
গত্বা শচীতনয়পাদ-সরোজযুগ্মং
তত্রাপি ভৃঙ্গবর-রঙ্গদমাদদর্শ ॥ ২০

তং শ্রীহৃদয়ানন্দো বিনতিমমন্দোদয়ং ধাম্না।
অধিকারী করুণার্দ্রঃ প্রণয়সমুদ্রঃ স্ময়ন্নাহ ॥ ২১

কস্ত্বং ভোঃ কৃষ্ণদাসঃ কথমিহ ভবতস্ত্বাগতির্দর্শনন্তে
কর্ত্তুং তজ্জাতমাসীদ্‌ব্রজ-নিজভবনং ত্যক্তমারান্ময়া তৎ।
হেতুঃ কস্তত্র রাধাপ্রিয়পদকমল-প্রাপ্তিরেষা কুতঃ স্যাৎ
ত্বত্তশ্চেত্থং নিশম্য প্রমুদিত হৃদয়-স্ত্বাত্মসাৎ তং চকার ॥ ২২

তিনি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ ধনজনপূর্ণ স্বগৃহ দূরে পরিহার পূর্ব্বক ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া গৌরপাদকমলদ্বয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় মনোভৃঙ্গবরের বিলাসক্ষেত্র দেখিতে পাইলেন ॥ ২০

প্রীতি-সাগর কৃপালু শ্রীহৃদয়ানন্দ অধিকারী ঠাকুর তদীয় দেহপ্রভায় তাঁহাকে নিত্য কুশলময় বিনয়বিগ্রহ দেখিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২১

হৃদয়ানন্দ—বৎস! তুমি কে? উত্তর—আমি কৃষ্ণদাস। হৃ—তোমার এখানে আগমন কেন? উ—আপনার দর্শনার্থ। হৃ—তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে নিজভবনে গমন কর। উ—আমি তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়াছি। হৃ—কি হেতু? উ—শ্রীরাধার প্রিয়তমের পাদপদ্ম-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। হৃ—ইহা কিরূপে হইবে? উ—আপনা হইতে। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ানন্দ সানন্দচিত্তে তাঁহাকে নিজ জন রূপে গ্রহণ করিলেন ॥ ২২

তত্র শ্রীগুরুপাদাব্জসেবার্থী কতি বাসরান্ ।
স্থিত্বা তদাজ্ঞাঃ সংপ্রাপ্য গতো বৃন্দাবনং হি সঃ ॥ ২৩
তদ্বনং সুকমনং নবদ্রুমৈঃ শোভিতং বিবিধরত্ননির্ম্মিতৈঃ ।
বীক্ষ্য মুখ্যরসবেষ্টিতং হরেঃ প্রেমসংপ্লুতমনাস্তদানমৎ ॥ ২৪
রসালৈর্বিশালৈস্তমালৈঃ সুমালৈ-
রশোকৈর্বিশোকৈঃ সুবৃন্দৈশ্চ কুন্দৈঃ ।
স্ফুটৎ কিংশুকৈঃ সচ্ছুকৈঃ ফুল্লনীপৈ—
র্বৃতং কাননং তস্য মোদং ব্যতানীৎ ॥ ২৫
নবকুলৈর্বকুলৈরপি চম্পকৈঃ
কুরুবকৈঃ করকৈশ্চ বিশোভিতৈঃ ।
সুমনসাং মনসামপি মোহনৈ—
রুপবনৈঃ কমনৈরভিতো বৃতম্ ॥ ২৬

তথায় শ্রীগুরুর পাদপদ্ম সেবার নিমিত্ত কিয়দ্দিন অবস্থানের পর তদীয় আদেশে তিনি বৃন্দাবন গমন করিলেন॥ ২৩

অতি-মনোহর সেই বনপ্রদেশ নব নব বৃক্ষরাজিতে এবং বিবিধ রত্ননির্ম্মিত ভূমি দ্বারা শোভিত ও শ্রীহরির প্রেমরসে বেষ্টিত অবলোকন পূর্ব্বক তিনি প্রীতিপ্লাবিতচিত্তে তাহাতে প্রণত হইলেন॥ ২৪

বিশাল সহকারতরু, মনোহর তমালদ্রুম, শোকহীন অশোক, সুশোভন কুন্দ, প্রস্ফুটিত কিংশুক, সাধুচরিত্র শুকপক্ষী ও প্রফুল্ল কদম্বপুষ্পসমূহ পরিবেষ্টিত কানন তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছিল॥ ২৫

সেই কানন নবজাতীয় বকুল, চম্পক, কুরুবক, দাড়িম প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা শোভিত এবং দেবগণের চিত্তমোহকারী উপবনসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত ছিল॥ ২৬

তত্রস্থ গোপীমহীপতেঃ স্থলং
হরেঃ সুজন্মাচরিতৈঃ সুমঙ্গলম্।
সংবীক্ষ্য বক্ষঃস্থল গাঢ়বাষ্প-
ধারাধরো দণ্ড ইবাপতদ্ভুবি॥ ২৭

উত্থায় ভাবাকুলিতান্তরাত্মা
ততো বৃষার্কস্য পুরং দিদৃক্ষুঃ।
গতস্ততঃ সদ্ভিরসৌ নিরীক্ষ্য
তামাবৃতো মানসতুল্যমাপ ॥ ২৮

গোবর্দ্ধনং তং হরিদাসবর্য্যং
ধুর্য্যং চলৎপ্রেমরসস্য দৃষ্ট্বা।
তন্বাত্মনোঽসৌ পুলকং বিবিদ্বান্
বিদ্বানপি হ্রীরহিতো ননর্ত্ত ॥ ২৯

তিনি তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবানের শৈশবলীলায় সুমঙ্গল গোপরাজ নন্দের ভবন দেখিয়া গাঢ় অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন॥ ২৭

তাঁহার অন্তরাত্মা পরমভাবে আকুল হইয়াছিল। তিনি তথা হইতে উত্থিত হইয়া তদনন্তর বৃষভানুর নগর দর্শনাভিলাষে গমন করিলেন। তদনন্তর সাধুসঙ্গে তৎস্থান নিরীক্ষণ ও তৎপুরী প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অভিলষিত লাভ করিলেন॥ ২৮

তিনি হরিদাসশ্রেষ্ঠ প্রবহমান প্রেমরসের ভারবাহক সেই গোবর্দ্ধনগিরি দর্শন করিয়া স্বীয় দেহে পুলক ধারণ পূর্ব্বক বিদ্বান্ হইলেও নির্লজ্জভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ২৯

তন্নেত্রযুগ্মায়িত-কুণ্ডযুগ্মং
পীযূষ মাধুর্য্যপয়ঃ সুপদ্মম্।
কুঞ্জৈর্বৃতং চিত্রমলং মনস্বী
দৃষ্ট্বেষ্টলাভঙ্করণং স মেনে॥ ৩০
তৎ কুণ্ডযুগ্মং প্রণিপত্য ভক্ত্যা
পদ্যে পঠন্ প্রেমরসার্দ্রচিত্তঃ।
স্পৃষ্ট্বা জলং চিন্ময়মাশু তস্য
ভবাম্বুধিং বৎসপদং স মেনে॥ ৩১
"শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড যমদণ্ড-বিখণ্ড-শৌণ্ড
মাং মণ্ডয়াশু নিজচণ্ড প্রতাপবৃন্দৈঃ।
যৈঃ পাপরাশি-পরিতাপকুলং বিধূয়
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-পদসেবন-ভাজনং স্যাম্॥ ৩২

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড তদীয় নেত্রযুগলে পতিত হইল। সেই মনস্বী অমৃতমধুর বারি ও মনোহর পদ্মসমূহে পরিপূর্ণ, কুঞ্জসমূহে বেষ্টিত বিচিত্র কুণ্ডযুগল অবলোকন করিয়া আপন ইন্দ্রিয়বর্গের সফলতা লাভ হইল—মনে করিলেন॥ ৩০

তিনি ভক্তিভরে কুণ্ডদ্বয়কে প্রণাম করিয়া প্রেমরসে সিক্তচিত্তে বক্ষ্যমান শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলেন এবং সেই কুণ্ডযুগলের চিন্ময়বারি স্পর্শ করিয়া তিনি ভবসমুদ্রকে গোষ্পদতুল্য চিন্তা করিলেন॥ ৩১

"হে শ্যামকুণ্ড! তুমি যমদণ্ডকে খণ্ডখণ্ড করিতে অতীব দক্ষ। তুমি নিজ প্রবল প্রতাপ সমূহদ্বারা আমাকে শোভিত কর। তাহার সাহায্যে আমি যেন পাপরাশি ও পরিতাপসমূহ বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারি"॥ ৩২

"দূরান্নিশম্য মহিমানমতীব রম্যং
গান্ধর্ব্বিকাসরসি দীনজনাশ্রয়ং তম্।
প্রাপ্তোঽস্মি তে সবিধমত্র তথা তনু ত্বং
কারুণ্যমীশযুগলং ময়ি সৎকৃপং স্যাৎ॥ ৩৩

যাবটং প্রণয়িরত্ন-সম্পুটং
দ্রষ্টুমুৎসুকমনা অনারতম্।
নিত্যসিদ্ধ-হিতভাব-ভাবিতং
রাধিকালয়মিতো জগাম সঃ॥ ৩৪

তং লোকনীয়মবলোক্য বৃষার্কজায়া-
শ্চিত্রং চরিত্রমসকৃৎ পরিচিন্তয়ন্ সঃ।
স্তম্ভাদি-সাত্ত্বিককুলাকুলিতাঙ্গ উচ্চৈঃ
ক্রন্দন্ বিনম্রশিরসা তরসা ববন্দে॥ ৩৫

"হে রাধাকুণ্ড! দীন ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয় তোমার অতীব রমণীয় মহিমা দূর হইতে শ্রবণ করিয়া আমি তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি এক্ষণে আমার প্রতি এরূপ করুণা বিস্তার কর, যাহাতে ঈশযুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ আমার প্রতি কৃপাবান্ হয়েন"॥ ৩৩

অনন্তর তিনি প্রণয়িযুগলের রত্নাধার স্বরূপ যাবট দর্শনে অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া তথা হইতে নিত্যসিদ্ধ মঙ্গলময় প্রেমপূর্ণ শ্রীরাধাভবনে গমন করিলেন॥ ৩৪

সেই দর্শনীয় মনোহর স্থান অবলোকন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বৃষভানুতনয়ার অদ্ভুত চরিত্র ভাবনা করিতে করিতে শ্রীঅঙ্গে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব ধারণ করিলেন এবং উচ্চস্বরে রোদন করিতে করিতে দ্রুত নতমস্তকে বন্দনা করিলেন॥ ৩৫

এবং ভ্রমন্ ক্রমগতিং চ বিহায় সাধুঃ
প্রেমপ্রমোদ-বিবশীকৃতচিত্তবৃত্তিঃ।
সর্ব্বং স মাথুরপদং পরিতো বিলোক্য
লোকোত্তরাং পরমনির্বৃতিমাপ সদ্যঃ॥ ৩৬

তত্র স্মেরাং ঘনাভাং কনকরুচিবসনাং চন্দ্রিকাচারুচূড়াং
দিব্যদ্‌ভঙ্গীত্রয়াঢ্যাং সুললিতকুসুম-স্রগ্ধরামীষদ্বক্ত্রাম্।
মূর্ত্তিং গোবিন্দনাম্নীং মনসিজরুচিরাং কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
বংশীন্যস্তাধরান্তামরুণপদতলাং চারুনেত্রাং দদর্শ॥ ৩৭

তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং
বাঞ্ছাগমস্যেব ফলং মনস্বী।
আনন্দবাষ্পাকুলিতেক্ষণোঽসৌ
নো বেদ চাত্মানমরং পরং বা॥ ৩৮

তদীয় চিত্ত প্রেমানন্দে আকুল হইল। সেই সাধু এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিক্রমণের ক্রম অতিক্রম করিয়াও মাথুরমণ্ডলের সর্ব্বস্থান সর্বতোভাবে অবলোকন করিয়া সদ্যঃ অলৌকিক শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করিলেন॥ ৩৬

তিনি সেই কেশিতীর্থের উপকণ্ঠে কামদেব অপেক্ষাও মনোরমা মনোজ্ঞলোচনা, ঈষদ্ধাস্যময়ী মেঘবর্ণা শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাঁহার পরিধানে বিদ্যুৎবর্ণ পীতাম্বর, মস্তকে ময়ূর পুচ্ছদ্বারা শোভিত চূড়া এবং গলদেশে মনোহর পুষ্পমাল্য থাকিয়া বদনের সৌন্দর্য বর্ধিত করিয়াছে। সেই শ্রীমূর্ত্তি ক্রীড়াপর ত্রিভঙ্গভঙ্গে দণ্ডায়মান আছেন এবং তাঁহার অধরের প্রান্তভাগে বংশীলগ্ন রহিয়াছে। তদীয় পদতল অরুণবর্ণ॥ ৩৭

সর্ব্বাঙ্গে অনিন্দনীয়া সেই শ্রীমূর্তিকে সমগ্র অভিলাষসিদ্ধির ফলস্বরূপ দেখিয়া সেই সুধীর লোচনযুগল আনন্দাশ্রুদ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মহারা হইয়া পড়িলেন॥ ৩৮

শ্রীমদ্গোপীনাথমুদ্যৎ স্মিতাস্যং
প্রেম্নাশ্বাস্যং মোদিতাশেষবিশ্বম্ ।
লাবণ্যাব্ধিং ভক্তবাঞ্ছাস্বুরাগং
দৃষ্ট্বা নষ্টাশেষতোদঃ স তেন ॥ ৩৯

মোহনং সর্ব্বসত্ত্বানাং তত্ত্বানাং পরমাস্পদম্ ।
ববন্দে প্রণয়াবিষ্টঃ শ্রীমন্মদনমোহনম্ ॥ ৪০

যত্র যত্র হরিমূর্ত্তিমৈক্ষত
তত্র তত্র বৃষভানুজামসৌ ।
চন্দ্রিকা-বিরহিতো হি চন্দ্রমাঃ
কুত্র নেত্র পথপান্থতাং ব্রজেৎ ॥ ৪১

ততো গত্বা স যত্নেন জীবগোস্বামিনং প্রতি ।
প্রণিপত্য তথা ভক্ত্যা তদ্দর্শনং চকার সঃ ॥ ৪২

প্রফুল্ল ঈষৎহাস্যময় বদনবিশিষ্ট, প্রণয়হেতু আশাপ্রদ, নিখিল বিশ্বের আনন্দ প্রদাতা, লাবণ্যসমুদ্র, ভক্তবাঞ্ছাপূরক শ্রীগোপীনাথকে দেখিয়া তিনি অশেষ ক্লেশরাশি নাশ করিলেন ॥ ৩৯

অনন্তর তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর মনোমোহন নিখিলতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ভাজন শ্রীমন্মদনমোহনকে প্রণতি করিলেন ॥ ৪০

তিনি যে যে স্থানে শ্রীহরির মূর্ত্তি দেখিলেন, সেই সেই স্থানে শ্রীরাধামূর্ত্তিও অবলোকন করিলেন। যেহেতু জ্যোৎস্নাবিহীন চন্দ্রমা কোথায় নেত্রপথের পথিক হইয়া থাকে? ৪১

অনন্তর তিনি শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট গিয়া সযত্নে প্রণাম এবং ভক্তির সহিত তাঁহার দর্শন করিলেন ॥ ৪২

দৃষ্ট্বা তং কৃষ্ণসূনুং চ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতম্।
সমাদরেণ যৎ সর্ব্বং পপ্রচ্ছ স প্রভুঃ স্বয়ম্॥ ৪৩

কোঽয়ং ত্বং কৃষ্ণদাসোঽহং কথমত্রাগতস্ত্বয়া।
গোবিন্দদর্শনার্থায় ভবতাং দর্শনং তথা॥ ৪৪

শ্রবণং পঠনং কৃত্বা বসামি তব সন্নিধৌ।
কিঞ্চিৎ সেবাবিধানেন ব্রজবাসং বিধেহি মে॥ ৪৫

শ্রুত্বা জীবঃ প্রহসিতমনাঃ কৃষ্ণপুত্রস্য বাক্যং।
বাসং দত্ত্বা রহসি সবিধেঽধ্যাপয়দ্ভক্তি-গ্রন্থান্।
শ্রদ্ধায়াতং মধুরিপুপ্রসাদান্নমেব প্রদাপ্য
শ্রীরাধায়াঃ প্রিয়রসকথা জ্ঞাপয়িত্বা চ সর্ব্বাঃ॥ ৪৬

সেই কৃষ্ণপুত্রকে সমস্ত শুভলক্ষণ বিশিষ্ট দেখিয়া সেই গোস্বামী প্রভু স্বয়ং তাঁহাকে সমাদরে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৪৩

গোস্বামী—তুমি কে? উত্তর—আমি কৃষ্ণদাস। গোস্বামী—তুমি কেন এখানে আসিয়াছ? উঃ—শ্রীগোবিন্দের ও আপনার দর্শনহেতু॥ ৪৪

আপনার নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও পঠনপূর্ব্বক বাস করিব। অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ সেবার আদেশ দিয়া আমার ব্রজবাস সম্পাদন করুন॥ ৪৫

শ্রীজীবগোস্বামী কৃষ্ণপুত্রের বাক্য শুনিয়া সানন্দচিত্তে নিজ নিকটে নির্জ্জনে বাস প্রদানপূর্ব্বক শ্রদ্ধায় আগত শ্রীহরির প্রসাদান্ন দেওয়াইয়া এবং শ্রীরাধার সমস্ত প্রিয়রসকথা জ্ঞাপন করাইয়া ভক্তিগ্রন্থ অধ্যাপন করিতে লাগিলেন॥ ৪৬

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপুত্রশ্চ সেবাং প্রার্থয়তে মুহুঃ।
সাঙ্গীকৃত্য তু শ্রীজীব উবাচ ভজনং কুরু॥ ৪৭

ইতি জীবস্য বচনং নিষেধং ন চকার সঃ।
ভূয়ো মে প্রার্থ্যমেতত্তু বিনা সেবাং ন মে স্থিতিঃ॥ ৪৮

এতচ্ছ্রুত্বা তু শ্রীজীবঃ সানন্দং প্রাহ তং পুনঃ।
শ্রীকুঞ্জমার্জ্জনং কৃত্বা পঠনং শ্রবণং তথা॥ ৪৯

ক্রিয়তাং ভজনং ভক্ত্যা নিত্যমেব সুখেন চ।
এতন্নিদেশং সংপ্রাপ্য দ্বাদশাব্দাবধি প্রভুঃ॥
যত্নেন সাধনং কৃত্বা পূর্ব্বরূপং প্রকাশয়ৎ॥ ৫০

দৃষ্ট্বা রাধাকৃষ্ণলীলাস্থলং তদ্ ভাবাবিষ্টং শিষ্টভক্তানুষঙ্গী।
চক্রে বাসং তত্র তৎসেবনেচ্ছুঃ স্বচ্ছপ্রজ্ঞঃ সন্ততং কৃষ্ণসূনুঃ॥ ৫১

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপুত্র পুনঃ পুনঃ সেবা প্রার্থনা করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া কেবল ভজন করিতেই বলিলেন॥ ৪৭

শ্রীজীবের নিষেধ বাক্য তিনি পালন করিলেন না, পুনর্বার বলিলেন—আমার প্রার্থনা এই যে সেবা ব্যতীত আমার অবস্থান হইতে পারে না॥ ৪৮

শ্রীজীব গোস্বামী তাহা শুনিয়া আহ্লাদে আবার বলিলেন—তুমি শ্রীকুঞ্জস্থলী মার্জ্জন করিয়া গ্রন্থ পঠন ও হরিকথা শ্রবণ করিতে থাক॥ ৪৯

ভক্তি সহকারে নিরন্তর সুখে ভজন কর। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রভু দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত সযত্নে সাধনপূর্ব্বক আপন নিত্যসিদ্ধরূপ প্রকাশ করিলেন॥ ৫০

কদাচিদ্ধ্যানাঢ্যঃ ক্বচিদপি চ সংকীর্ত্তনরতঃ
কদাচিৎ স্বাভীষ্টং জপতি মনুমানন্দবিবশঃ।
সদা রাত্রেরন্তে স্ফুরিতদিগন্তেঽমলমনা
দ্রুতং সম্মার্জ্জন্যা বিমলয়তি কুঞ্জাদিকমসৌ ॥ ৫২

এবং ব্যতীতেষু দিনেষু কেষুচিৎ স একদা তত্র নিশাবসানে।
রাসস্থলীং কুঞ্জচয়ং চ মার্ষ্টু মলৌকিকেহঃ সহসা জগাম ॥ ৫৩

তস্যাং হল্লীশক-বিদলিতাশেষমল্লীলতায়াং
রাসস্থল্যাং কুসুমসুষম-ক্রান্তবল্লী-দ্রুমায়াম্।
নানারত্নাবলিস্ফুবলিতং নূপুরং হৈমমারাচ্
চিত্রং লোকোত্তরঘটনয়া বীক্ষ্য বৈলক্ষ্যমাপ ॥ ৫৪

কৃষ্ণতন্ময় ভাবে আবিষ্ট হইয়া রাধাকৃষ্ণের সেই সেই লীলাস্থানগুলি দর্শন করিতে লাগিলেন এবং সাধুভক্তের সঙ্গে কুঞ্জ সেবাভিলাষে নির্ম্মলচিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

তিনি কখনও ধ্যানে রত, কখনও হরিসংকীর্ত্তনে নিযুক্ত, কখনও বা আনন্দে বিবশ হইয়া অভীষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। প্রত্যহ নিশাশেষে দিগ্‌ভাগ প্রকাশিত হইলে বিমলচিত্তে দ্রুত সম্মার্জ্জনী দ্বারা কুঞ্জাদি-প্রদেশ নির্ম্মল করিতেন ॥ ৫২

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে তিনি একদা রাত্রিশেষে সহসা লোকাতীত চেষ্টাপরায়ণ হইয়া রাসস্থলী ও কুঞ্জ সমূহ মার্জ্জন করিতে চলিলেন ॥ ৫৩

সেই রাসস্থলীতে হল্লীশক ক্রীড়া (রাসলীলা) হেতু বহু মল্লিকা-লতা বিদলিত হইয়াছিল এবং তৎস্থানের বৃক্ষলতা সমূহ পুষ্পসৌন্দর্যে পূর্ণ ছিল। তিনি তথায় সম্মার্জ্জনকালে অলৌকিক ঘটনাক্রমে নানা-রত্নখচিত অপূর্ব স্থবর্ণনূপুর দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৪

কস্যা ইদং নিপতিতং ভুবি নূপুরং যৎ-
নেত্রপ্রভাহরমলং মনসাপ্যচিন্ত্যম্।
ইত্থং বিশঙ্কিতমনাঃ কিল যত্নতঃ স
রক্ষেতি বাচমশৃণোদশরীরিণীং সঃ॥ ৫৫
শ্রুত্বা বাণীং শ্রোত্রমিত্রায়মাণাং
ত্যক্ত্বা খেদং মোদমন্তর্বহন্ সঃ।
জ্ঞাত্বা রাধাপাদপদ্মাদ্বিমুক্তং
মঞ্জীরং তং 'মঞ্জুঘোষং' ননাম ॥ ৫৬
গৃহীত্বা মঞ্জীরং শিরসি বহুনীরং নয়নতো
বিমুঞ্চন্ প্রেমোত্থৎ পুলকবিততির্ব্বেপথুযুতঃ।
ক্ষণং নৃত্যন্ হর্ষাকুলিতহৃদয়ো বিস্মৃতনয়ো
জয়োদ্‌ঘোষং তন্বন্ পরমবললম্বে ধৃতিপদম্ ॥ ৫৭

মানসিক চিন্তার অগোচর নেত্রের প্রভাহারক কাহার এই নূপুর ভূমিতে পতিত রহিয়াছে! তিনি এইরূপ চিন্তায় আকুল হইলে সহসা "যত্নপূর্ব্বক ইহা রক্ষা কর"—এই আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন॥ ৫৫

তিনি শ্রবণ সুখকর এইবাক্য শ্রবণে দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিলেন এবং শ্রীরাধার পাদপদ্ম হইতে স্খলিত হইয়াছে, জানিয়া সেই মনোহর শব্দকারী 'মঞ্জুঘোষ' নূপুরকে প্রণাম করিলেন॥ ৫৬

সেই মঞ্জীর মস্তকে ধারণপূর্ব্বক নয়ন হইতে বহু প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রেমবশে শরীরে পুলক শোভিত এবং কম্পযুক্ত হইলেন। তিনি আনন্দে আকুল হইয়া ক্ষণকাল নৃত্য করিলেন এবং কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জয় জয় ধ্বনি উচ্চারণ-পূর্ব্বক বহুক্ষণান্তে ধৈর্য অবলম্বন করিলেন। ৫৭

সম্প্রাপ্যানর্ত্তকুঞ্জাদিমার্জ্জনং স ততঃ পরম্।
বাসেনাচ্ছাদ্য মঞ্জীরং বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ৫৮

অত্রান্তরে সা কিল লোকদৃষ্টি-
সংবারণায়ান্তরিতাঙ্গশোভা।
রাধা সখীভ্যাং সহিতা হিতাভ্যাং
আগত্য মত্যব্ধিমমুং দদর্শ ॥ ৫৯

সা লতান্তরিতাপ্যাসীৎ সমমেব বিশাখয়া।
ললিতাং প্রাহিণোৎ তত্র তং দ্রষ্টুং বরনূপুরম্ ॥ ৬০

অতীতে সায়াহ্নে মম নববধূরত্র কুসুমং
বিচিন্বতী দৃষ্ট্বা হরিমভিগতং তং চকিতধীঃ।
প্রযান্তী শীঘ্রং সা বিগলিতমধো নূপুরমলং
পদাম্ভোজ্জাসীত্তে কিমু কলিতমিত্যাহ ললিতা ॥ ৬১

তদনন্তর তিনি নৃত্যশালা ও কুঞ্জাদির মার্জ্জন সমাপন করিয়া সেই নূপুর বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পরম বিস্মিত হইয়া রহিলেন ॥ ৫৮

এই অবসরে হিতকারিণী সখীদ্বয়ের সহিত শ্রীরাধা লোকদৃষ্টি বারণার্থ অঙ্গশোভা তিরোহিত করিয়া তথায় আসিয়া আনন্দসমুদ্রস্বরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৯

শ্রীরাধিকা বিশাখার সহিত লতার অন্তরালে থাকিয়া সেই শ্রেষ্ঠ নূপুর অনুসন্ধান করিতে ললিতাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬০

শ্রীললিতা বলিলেন—গতদিন সায়ংকালে আমার নববধূ পুষ্পচয়ন করিতে করিতে এক সিংহ (হরি) কে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া চমকিত হইয়া দ্রুত পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক চরণ হইতে এক নূপুর স্খলিত হইয়া পতিত হইয়াছিল। তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তুমি কি তাহা পাইয়াছ? ৬১

অথ তদীয়বচঃ কলয়ন্নসৌ
বিমলয়ন্ স্বমনোঽজিরমাচিরম্ ।
কুতুকতোঽবদদাশু মুদান্বিতঃ
কথয় কা সুমতে বসতিঃ ক তে ॥ ৬২

সাহ গোপতনয়াস্মি মাথুরী
যাবটস্য নিকটে মমালয়ঃ ।
নূপুরার্থমহমাগতাস্মি তে
চান্তিকং যদসি কুঞ্জমার্জ্জকঃ ॥ ৬৩

বরশান্তিমতে স তে কচিৎ
কলিতঃ সংবলিতঃ প্রভাচয়ৈঃ ।
বদ বাচমৃতাং সতাং যতঃ
পরদুঃখাসহমেব মানসম্ ॥ ৬৪

অনন্তর তিনি তদীয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অনতিকাল মধ্যে নিজচিত্ত-প্রাঙ্গণ নির্ম্মল করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্তে কৌতুহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুমতে! আপনি কে? আপনার নিবাস কোথায়? ৬২

তিনি বলিলেন—আমি মথুরাপ্রদেশের গোপকন্যা। যাবট নামক গ্রামের নিকট আমার বাস। তুমি কুঞ্জ মার্জ্জনা কর—সেইহেতু তোমার নিকট নূপুরের জন্য আসিয়াছি ॥ ৬৩

হে শ্রেষ্ঠ শান্তিপূর্ণচিত্ত! প্রভাপুঞ্জ বিশিষ্ট সেই নূপুর কি তোমার অধিগত হইয়াছে? সত্যকথা বল। যেহেতু সাধুগণের চিত্ত কদাপি পরদুঃখ সহ্য করিতে পারে না ॥ ৬৪

অয়ি দীনজনানুকম্পিনি
ত্বনুযোগঃ কিল সত্য এব তে।
ন চ দেয়মলৌকিকং হি তৎ
সরলে মর্ত্ত্যজনায় নূপুরম্ ॥ ৬৫

যোগ্যেন যোগ্যস্য হি যোগ এব
কদাপ্যযোগ্যে ন হি যোগ্যযোগঃ।
ইতীরিতং পূর্ব্বতরৈর্ম্মহদ্ভি-
স্তচ্চাপ্যবশ্যং পরিপালনীয়ম্ ॥ ৬৬

তব স্নুষায়াঃ কিল মর্ত্ত্যজায়া
লোকোত্তরং তন্ন ভবেদতো মে।
চিত্তং ন দাতুং বলতে ভবত্যৈ
বৃথা কথং ত্বং খলু বাবদীষি ॥ ৬৭

উত্তর—অয়ি দীনজনের প্রতি কৃপাময়ি! আপনার অনুযোগ সত্য। কিন্তু হে সরলে! সেই অলৌকিক নূপুর মর্ত্যবাসী লোককে প্রদানের যোগ্য নহে॥ ৬৫

উপযুক্ত পাত্রেই যথাযোগ্য বস্তুর যোগ হইয়া থাকে। কখনও অযোগ্যের সহিত উৎকৃষ্ট বস্তুর যোগ হয় না। প্রাচীন মহৎ ব্যক্তিগণ এই প্রকার বলিয়াছেন। আমাদেরও অবশ্য তাহাই পালনীয়॥ ৬৬

আপনার বধূ অবশ্য মর্ত্যলোকবাসিনী। সুতরাং এই অলৌকিক বস্তু তাঁহার হইতে পারে না। অতএব আপনাকে তাহা প্রদান করিতে আমার চিত্ত উৎসাহিত হইতেছে না। আপনি কেন বৃথা বাক্য-ব্যয় করিতেছেন॥ ৬৭

বিশাখয়া সার্দ্ধমতো লতান্তরা-
দুপেত্য রাধা কথয়াম্বভুব।
অয়েঽত্র যে স্থাবর-জঙ্গমাস্থা
হ্যলৌকিকাস্তে ন ভবন্তি কিন্তু॥ ৬৮

সত্যাং বাচং বদসি সুভগে তেঽধুনাঽপ্রাকৃতাঙ্গা
মাদৃক্ষাণাং নয়নসরণীপান্থতাং নো ব্রজন্তি।
পশ্যাভিজ্ঞৈরপি সুবিদিতা সর্ব্ববেদেষু সেয়ং
ভুমিশ্চিন্তামণিগণময়ী লক্ষ্যতে মৃণ্ময়ীব ॥ ৬৯

চাতুর্য্যধূর্য্যা অপি তাঃ স্বকার্য্যা-
বনোৎসুকাস্তস্য বচো নিশম্য।
অন্যোঽন্যমাস্যং স্ফুটমন্দহাস্যং
বিলোকয়ন্ত্যঃ সরসং তমূচুঃ ॥ ৭০

তদনন্তর শ্রীরাধা বিশাখার সহিত লতার অন্তরাল হইতে সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—ওহে, এইস্থানে যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম, যাবতীয় বস্তু কি অলৌকিক নহে ? ৬৮

"সুভগে ! আপনি সত্যই বলিতেছেন। কিন্তু সেই পদার্থগুলি অপ্রাকৃত অবয়ব বিশিষ্ট হইলেও সেইভাবে এখন মাদৃশগণের নয়নপথের পথিক হইতেছে না। দেখুন, সমগ্র বেদশাস্ত্রে এবং অভিজ্ঞগণেরও সুবিদিত এই ভূমি চিন্তামণিগণময়ী হইলেও মৃণ্ময়ীবৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে"॥ ৬৯

পরমচাতুর্যশালিনী তাঁহারা নিজকার্য্য উদ্ধারে ব্যস্ত হইয়া তদীয় বাক্য শ্রবণান্তর পরস্পরের বদনের প্রতি অবলোকনপূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য সহকারে তাঁহাকে সানন্দে বলিতে লাগিলেন॥ ৭০

সত্যং বচস্তে সুমতে শৃণু ত্ব-
মপ্রাকৃতং নূপুরমেব তত্তু ।
তৎ-স্বামিনীয়ং গুণরূপশীল-
বয়শ্চরিত্রাদিভিরেব তদ্বৎ ॥ ৭১

বাচং বোদ্ধুং ন হি মম মনাক্ শক্তিরেবাতুলানাং
কার্য্যং চেতোগতমপি কথং জ্ঞাতুমর্হ্যং ময়া বঃ।
তদ্ যুষ্মাভির্নিরুপমকৃপা-সাগরাভিঃ স্ফুটং তাং
মযেণোৎকং কথয়তু হি তং সংশয়ো মেঽপযাতু ॥ ৭২

ললিতা কলিতাগ্যসৌহৃদা
তমুবাচেয়মসব্যতো মম ।
উষিতা হসিতাস্যপঙ্কজা
পরমস্যাঃ খলু নূপুরং হি তৎ ॥ ৭৩

সুবুদ্ধে! শ্রবণ কর তোমার বাক্য সত্য। সেই নূপুর অপ্রাকৃতই বটে। তাহার অধিকারিণী এই দেবীও গুণ, রূপ, স্বভাব, বয়স ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে তদ্রূপ অপ্রাকৃত" ॥ ৭১

উত্তর—"আপনারা তুলনা রহিত; আপনাদের কেবল বাক্য বুঝিতে আমার অত্যল্প শক্তিও নাই। অতএব আপনাদিগের মনোগত কার্য কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারি? সুতরাং অতুল্য কৃপার সমুদ্র আপনাদিগের সেই বাক্য-শ্রবণে একান্ত উৎকণ্ঠিত আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন। আমার সংশয় অপনীত হউক" ॥ ৭২

প্রথমেই যিনি মিত্রতা করিয়াছিলেন, সেই ললিতা তাঁহাকে বলিলেন "আমার দক্ষিণভাগে যে হাস্যবদনা বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রেষ্ঠ নূপুর তাঁহারই"॥ ৭৩

কিং নাম্নীয়ং কথয় সুভগে, রাধিকা, কীদৃশী বা-
পূর্ব্বাসাধারণ-গুণমণী, কুত্র পূর্যাবটেঽস্যাঃ।
এষা কস্যাতুলসুকৃতিনঃ কন্যকা, শ্রীবৃষাদে-
র্ভানোরস্যাঃ ক্ব নু প্রণয়িতা, গোকুলাধীশসূনৌ ॥ ৭৪

অন্তর্বনে নিপতিতং কিমু নূপুরং তৎ
পাদাব্জতঃ সুগুণরত্নবিভূষিতায়াঃ।
অস্যা দয়ার্দ্রহৃদয়ে ময়ি দুঃখিনি দ্রাক্
কারুণ্যতঃ কথয় গুহ্যমপি ত্বমেতৎ ॥ ৭৫

সাহ গুহ্যতমং ত্বেতৎ কথয়ামি সমাসতঃ।
শৃণু যৎ সিদ্ধভাবস্ত্বং লীলাস্বাদন-ভাজনম্ ॥ ৭৬

প্রশ্ন—সুভগে! ইহার নাম কি? উত্তর—রাধিকা। প্র—ইনি কি প্রকার অপূর্ব? উ—অসাধারণ গুণরত্নবিভূষিতা। প্র—বাস কোথায়? উ—যাবটে। প্র—অনুপম পুণ্যবান্ কোন্ সাধুর তনয়া? উ—শ্রীবৃষভানুরাজার। প্র—ইহার প্রণয়ী কে? উ—গোকুলরাজের তনয় ॥ ৭৪

"শ্রেষ্ঠ গুণশালিনী রত্নশোভিতা ইহার পাদপদ্ম হইতে কি কারণে বনমধ্যে সেই নূপুর পতিত হইল? হে কৃপাময়ি, আমি অতীব দুঃখী, এই ব্যাপার রহস্য হইলেও আপনি করুণা প্রকাশে শীঘ্রই আমার নিকট ব্যক্ত করুণ ॥ ৭২

ললিতা বলিলেন—এই বিষয় অতিশয় গোপনীয় হইলেও আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। কারণ তুমি ভাবমার্গে সিদ্ধি লাভ করিয়াছ এবং লীলা আস্বাদনের যোগ্য পাত্র ॥ ৭৬

রাত্রের্যামেঽভিরামে শশধর-কিরণৈরন্তরিক্ষে ভলক্ষে
পুষ্পালৌ সংবৃতালৌ প্রমুদিত বিভবে হৃন্তবে নন্দসূনুঃ।
সংগীতে বাত্তি বাতেঽমৃতকর-বদনা লাস্যরঙ্গে সুতুঙ্গে
স্থানর্ত্তে দীর্ঘবর্ত্তে সুললিতমনয়াসন্নয়া সংননর্ত্ত ॥ ৭৭

বীক্ষ্য লাস্যসুখসিন্ধু-নিমগ্নৌ রাধিকাগিরিধরৌ হি নিশান্তে।
কক্খটী সময়বিৎ তরুসংস্থা পদ্যমুত্তভয়ং পঠতি স্ম ॥ ৭৮

প্রোদ্যদর্কাংশুজটিলা সতাং বন্দ্যারুণাম্বরা।
তপস্বিনীব পুরতঃ প্রাতঃ সন্ধ্যেয়মাগতা ॥ ৭৯

তৌ চাতিভীতিতরলৌ জটিলেতি-নাম্না
স্বং স্বং গৃহং জিগমিষূ সুখভঙ্গতোদৌ।

মনোরমা রজনী চন্দ্রকিরণযোগে রমনীয়তা ধারণ করিলে, আকাশে তারকাগণ শোভা সম্পাদন করিলে, পুষ্পরাজি অলিকুলে ব্যাপ্ত হইলে, কামদেব পরিপূর্ণসম্পদ হইলে, শীতলপবন মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতে থাকিলে, নৃত্যশালা মধ্যে শ্রীনন্দনন্দন এই চন্দ্রমুখী ললনাগণের সহিত অত্যুত্তম সুললিত নৃত্যলীলায় মগ্ন হইয়াছিলেন॥ ৭৭

শ্রীরাধাগোবিন্দকে নৃত্যক্রীড়াসুখের সমুদ্রে নিমগ্ন দেখিয়া নিশা-বসানে সময়জ্ঞ বানরী বৃক্ষে বসিয়া ভয়োৎপাদক পদ্য পাঠ করিল॥ ৭৮

উদীয়মান সূর্যের কিরণসমূহ রূপ জটাযুক্তা জটিলা সাধুগণের বন্দনীয়া অরুণবস্ত্রা, অতএব তপস্বিনীর বেশধারিণী, এই প্রাতঃসন্ধ্যা সমাগতা হইয়াছেন" ॥ ৭৯

সেই যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ জটিলা নাম শ্রবণে অত্যন্তভয়ে চঞ্চল হইয়া সুখভঙ্গহেতু বেদনা পাইয়া নিজ নিজ গৃহে গমনে অভিলাষ

শঙ্কাকুলৌ প্রতিদিশং চকিতাক্ষিভৃঙ্গা-
বানর্ত্তিতঃ সপদি নির্যযতুঃ সখিভিঃ ॥ ৮০

কক্খটীবাগ্‌গতা বাধা রাধা তরললোচনা।
গচ্ছন্তী ত্বরয়া রেজে মৃগীব স্বগণচ্যুতা ॥ ৮১

গত্বা স্বকং ভবনমাশু পরীতধৈর্য্যা
বামং বিলোক্য চরণং কিল শঙ্কিতাসীৎ।
কিং নূপুরং নিপতিতং পথি কিং নিকুঞ্জে
কিং নৃত্যরঙ্গভুবি চেতি সখীরবোচৎ ॥ ৮২

যচ্ছ্বশ্রূপ্রীতি-স্নেহতো মে বিতীর্ণং
সায়ং রত্নৈর্নূপুরং চিত্রবর্ণম্।
তৎপাদাম্মে কুত্র সখ্যো বিযুক্তং
কিংবা যুক্তং চাত্র নির্ণীয়তাং তৎ ॥ ৮৩

করিলেন এবং ভয়ে ব্যস্ত হইয়া চতুর্দিকে চমকিতভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সখীগণের সহিত তৎক্ষণাৎ রঙ্গশালা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮০

শ্রীরাধা 'কক্খটীর' বাক্যে ব্যথা পাইয়া চঞ্চললোচনে অতিদ্রুতবেগে যাইতে যাইতে নিজযূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮১

তিনি নিজগৃহে উপস্থিত হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বামপদ দেখিয়া শঙ্কিতা হইলেন এবং সখীগণকে বলিলেন—আমার নূপুর পথে কিংবা নিকুঞ্জে অথবা নৃত্যস্থলীতে কি পতিত হইয়াছে? ৮২

হে বয়স্যাগণ: রত্নসমূহে বিচিত্র এই নূপুর আমার শ্বশ্রূ সায়ংকালে অতিস্নেহে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা আমার চরণ হইতে স্খলিত হইয়া কোথায় পড়িল? এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা তোমরা নিশ্চয় কর ॥ ৮৩

কয়াচিদুক্তং পতিতং নু মার্গে
ত্বরাগতেস্তে পদতঃ কয়াচিৎ।
নিকুঞ্জমধ্যে ননু তৎ কয়াচিৎ
আনর্ত্ত ইত্থং বভণুর্ব্বয়স্যাঃ ॥ ৮৪

ইতি কমলমুখীনাং বাগ্‌বিলাসে সখীনাং
সমুদয়তি বিতর্কে প্রৌঢ়ভাজামুদর্কে।
নিতত্তমতিরমন্দা শীঘ্রমাগত্য বৃন্দা-
বদদথ কথমাল্যঃ সানুতাপাঃ সুভাল্যঃ ॥ ৮৫

তাং বীক্ষ্য সখ্যঃ সহসা স্মমুখ্যঃ
প্রোচুঃ কৃতান্তঃ সুভগেঽত্র জাতঃ।
কোঽসৌ বরাঙ্গ্যা পদকঞ্জতো যো
মঞ্জীরপাতঃ ক নু তন্ন বিদ্মঃ ॥ ৮৬

কোন বয়স্যা বলিলেন—দ্রুত আগমনকালে ইহা পথিমধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে। কেহ বলিলেন—নিশ্চয়ই নিকুঞ্জ মধ্যে স্খলিত হইয়াছে। আবার অপর সখী বলিলেন—নৃত্যশালায় পতিত আছে। বয়স্যাগণ এবংবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৮৪

এইরূপে কমলবদনা প্রবীণা সখীগণের বাক্যপরম্পরায় বিতর্কের পরিণতি উপস্থিত হইলে প্রশস্তবুদ্ধিমতী শ্রেষ্ঠা বৃন্দা সত্বর উপস্থিত হইয়া বলিলেন— হে সৌভাগ্যবতী সখীগণ! তোমাদের অনুতাপের কারণ কি? ॥ ৮৫

সখীগণ তাঁহাকে দেখিয়া সহসা হাসিয়া বলিলেন—সুভগে এখানে সৌভাগ্যের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। প্রশ্ন—তাহা কি ? উত্তর—এই সুন্দরীর চরণপদ্ম হইতে নূপুর পতিত হইয়াছে। প্রশ্ন—কোথায় ? উত্তর—তাহা জানি না ॥ ৮৬

বৃন্দাঽবদৎ খিদ্যত মা শ্রুতং ময়া
বিচক্ষণাখ্যস্য শুকস্য বক্ত্রতঃ।
কেনাতিভাগ্যেন জনেন নূপুরং
রাসস্থলে লব্ধমতো ব্রবীমি বঃ ॥ ৮৭

গান্ধর্ব্বয়া শর্ম্মদয়া ব্রজামো
রাসস্থলং রম্যতলং বয়স্যাঃ।
তত্রাবসন্তং কিল তং সুশান্তং
পৃষ্ট্বা ততো নূপুরমানয়ামঃ ॥ ৮৮

ইত্থং বৃন্দাবাচ আশ্রুত্য সখ্যঃ
প্রেমস্নিগ্ধা রাধিকায়া স্বসখ্যঃ।
উচূ রাধে গচ্ছ লাস্যস্থলং তৎ-
চিত্রাভিস্ত্বং স্বালিভিঃ সংপরীতা ॥ ৮৯

ইতি বিমৃশ্য রহস্যমুপাগতাঃ সুভগ তে সুমতে নিকটং তব।
ত্বদনুযোগহিতং গদিতং ময়া তদবধার্য্য সমর্পয় নূপুরম্ ॥ ৯০

বৃন্দা বলিলেন—খেদ করিও না। আমি বিচক্ষণ—নামক শুকের মুখ হইতে শুনিয়াছি, কোন অতি সৌভাগ্যবান্ সজ্জন রাসস্থলে সেই নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব তোমাদিগকে বলিতেছি ॥ ৮৭

হে সখীগণ! আমরা এক্ষণে মনোহর রাসস্থলে শুভদা গান্ধর্ব্বার সহিত যাই। তথায় অবস্থিত সেই সুশান্ত সজ্জনকে যাচ্ঞা করিয়া নূপুর আনয়ন করি ॥ ৮৮

শ্রীরাধিকার প্রণয়ে স্নেহশীলা সখীবৃন্দ বৃন্দার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—রাধে! বিশিষ্ট নিজ সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া সেই নৃত্যস্থলীতে যাও ॥ ৮৯

যাবদার্য্যা ন জাগর্ত্তি দুর্ব্বাদ-বিষমাননা।
তাবদ্ গৃহীত্বা মঞ্জীরমেষ্যামো নিজমন্দিরম্ ॥ ৯১

ইতি ললিতায়াঃ প্রণতরতায়াঃ
পুলকপরীতঃ সরসমভিতঃ।
বচনমমন্দং বররসকন্দং
শ্রবসি নিধায় ব্যনমদমায়ঃ ॥ ৯২

ততস্তেনাংশুকাচ্ছন্নং হৈমং রত্নপ্রভোজ্জ্বলম্।
আনীয় পুরতো দত্তং নূপুরং চিত্রগোপুরম্ ॥ ৯৩

দণ্ডবৎ প্রণিপত্যায়ূর্যাচতেঽভিমতং হি সঃ।
দিদৃক্ষুরস্মি যুস্মাকং স্বরূপং সর্বতো বরম্ ॥ ৯৪

এইরূপ বিবেচনার পর হে সুভগ! সুবুদ্ধে! আমরা গূঢ়ভাবে তোমার নিকটে আসিয়াছি। আমি তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম ইহা বিবেচনা করিয়া নূপুর প্রত্যর্পণ কর॥ ৯০

যাঁহার মুখ সর্ব্বদা আমাদের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগে কঠোর সেই শ্বশ্রূ যতক্ষণ জাগরিত না হয়েন, সেইকাল মধ্যে নূপুর লইয়া আমরা নিজ আলয়ে গমন করিব। ৯১

প্রণতজনের প্রতি স্নেহশীলা ললিতার এই উৎকৃষ্ট আনন্দপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তিনি অতীব আনন্দ সহকারে অকপটে তদীয় চরণে নিপতিত হইলেন ॥ ৯২

অনন্তর তিনি বস্ত্রাচ্ছাদিত রত্নপ্রভায় উজ্জ্বল বিচিত্র চূড়া শোভিত সেই সুবর্ণ নূপুর আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে প্রদান করিলেন ॥ ৯৩

তিনি উঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিলেন— "আপনাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপ দর্শনে অভিলাষ করি" ॥ ৯৪

ললিতা প্রাহ সুমতে কথং প্রাকৃতচক্ষুষা।
দৃশ্যমপ্রাকৃতং রূপমাসাং তে হরিণীদৃশাম্ ॥

রাধা বৃন্দামাহ কারুণ্যপাত্রং
নীত্বা যত্নাৎ স্নাপয়ামুং মদীয়ে।
কাসারে ত্বং বাঞ্ছিতার্থপ্রদেহস্মিন্
যেনানেন প্রাপ্স্যতে স্ত্রীত্বমাশু ॥ ৯৬

বৃন্দয়া প্রেষ্যমাণোহসৌ স্নাত্বা সরসি কামদে।
কলয়ামাস তাদৃক্‌স্ত্রী-স্বরূপং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৯৭

তাং চন্দ্রাস্যাং কমলনয়নাং দগ্ধচামীকরাভাং
দীব্যত্তুঙ্গস্তনপরিসরাং কেশরিক্ষীণমধ্যাম্।
চিল্লীচাপাকুলিতমদনাং ভৃঙ্গসংঘাংশুকাভ্যাং
দৃষ্ট্বা সর্ব্বা কুবলয়দৃশো মোহমন্তর্দধুস্তাঃ ॥ ৯৮

ললিতা বলিলেন—সুমতে! তোমার এই প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা কি প্রকারে এই মৃগীলোচনাদিগের অপ্রাকৃতরূপ দর্শনযোগ্য হইতে পারে? ॥ ৯৫

শ্রীরাধা বৃন্দাকে বলিলেন—এই করুণাপাত্র সজ্জনকে এই অভীষ্টপ্রদ মদীয় সরোবরে সযত্নে স্নান করাও, তাহাতে ইনি সত্বর স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৯৬

বৃন্দাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই কৃষ্ণতনয় অভীষ্ট পূরক সরোবরে স্নান করিয়া পরমাশ্চর্য তাদৃশ অপ্রাকৃত স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯৭

সেই পদ্মলোচনাগণ তাদৃশ চন্দ্রবদনা কমলাক্ষীকে অবলোকন করিয়া অন্তরে মোহ লাভ করিলেন। তাঁহার দেহজ্যোতিঃ উত্তপ্ত সুবর্ণসদৃশ। তাঁহার বক্ষঃস্থল তুঙ্গস্তনযুগলে বিশালভাব ধারণ করিয়াছিল। তদীয় কটিভাগ সিংহকটির ন্যায় ক্ষীণ হইল এবং ভ্রূধনুর প্রভাব কামদেবকেও ব্যাকুল করিল। তদীয় পরিধানে [illegible] ঘটিত কৌষেয় বসনদ্বয় দৃষ্ট হইল ॥ ৯৮

তাং রাধিকাপদযুগে বিনিপাত্য যত্নাৎ
প্রোবাচ চারু ললিতা বিনয়ান্বিতা সা।
রাধে নিধেহি পদপঙ্কজমানতায়াঃ
শীর্ষে তথা নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ৯৯

প্রকটয় নিজসখ্যে পূর্ব্বসিদ্ধামভিখ্যা-
মলিকতলমমুষ্যা বিন্দুনেন্দুপ্রভেণ।
ঘটয় নিজকরাব্জেনেত্থমস্যাঃ সখীনাং
সদসি সুচরিতানাং রৌতু সৌভাগ্যভেরী ॥ ১০০

তদ্বচো রচনং শ্রুত্বা রাধা তৎকৃপয়াকুলা।
উবাচ পূর্ব্বং যা কৃষ্ণপ্রিয়া সেয়ং পুরঃস্থিতা ॥ ১০১

তদেনাং চিহ্নিতীকৃত্য ললাটে চারুবিন্দুনা।
স্বীয়তাং খ্যাপয়িষ্যামি তথা নামান্তরেণ চ ॥ ১০২

ললিতাদেবী তাঁহাকে শ্রীরাধিকার চরণযুগলে পাতিত করিয়া মধুর বচনে বিনীতভাবে বলিলেন—হে রাধে, এই নতিপরায়ণার মস্তকে তোমার পাদপদ্ম অর্পণ কর এবং ইহাকে নিজগণমধ্যে গণনা কর। ৯৯

আপন সখীযুথের অন্তর্গত ইহার পূর্ব্বসিদ্ধ নাম প্রকাশ কর এবং চন্দ্রতুল্য উজ্জল বিন্দু নিজ করকমলদ্বারা ইহার ললাটফলকে অর্পণ কর। সাধুচরিত্রা সখীগণের মধ্যে ইহার সৌভাগ্যভেরী নিনাদিত হউক॥ ১০০

সেই বাক্য শ্রবণে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন—পূর্ব্বে যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ছিলেন, এই সম্মুখবর্তিনী সখীই তিনি। অতএব ললাটে মনোহর বিন্দুদ্বারা ইহাকে চিহ্নিত করিয়া অন্য নামদ্বারা নিজগণের মধ্যে বিখ্যাত করিব॥ ১০১—১০২

ইত্যালোচ্য শশাঙ্ককান্তিশকলে ঘৃষ্ট্বা নিজং নূপুরং
বক্ষশ্চন্দ্রপটীররেণুনিচয়েনাসৌ মরন্দেন চ।
স্নেহাত্তদ্বদনং বিলোক্য সহসা পঙ্কেন তেনালিকে
বিন্দুং বন্ধুরমেণশাবকদৃশস্তস্যা দদৌ রাধিকা ॥ ১০৩

তাং বিন্দুনা তিলকিতাং ললিতাবিলোক্য
প্রাহ প্রমোদহৃদয়ে সদয়ে ত্বয়া যঃ।
বিন্দুঃ স্বপাণিকমলেন চ নির্ম্মিতোঽভূৎ
স শ্যামমোহন ইতি প্রথিতোঽস্তু নাম্না ॥ ১০৪

নর্ম্মালাপকলাপচারুরচনা পাণ্ডিত্যপারঙ্গতা
রাধা প্রাহ সুসখ্যসংঘটনয়া প্রোল্লাসয়ন্তী সখীঃ।
পশ্য শ্রীমধুসূদনৈকরসদা মন্নেত্রসন্তর্পিকা
সেয়ং কাঞ্চনমঞ্জরীব সখি মে চেতো ধিনোতি স্ফুটম্ ॥ ১০৫

এবংবিধ আলোচনা করিয়া শ্রীরাধা নিজ নূপুর চন্দ্রকান্তি প্রস্তর খণ্ডে ঘর্ষণ করিয়া বক্ষঃস্থিত কর্পূর, চন্দনরেণূ সকল ও মধু মিলিত করিয়া সস্নেহে তাঁহার বদন নিরীক্ষণপূর্ব্বক সহসা সেই পঙ্কদ্বারা সেই হরিণী নয়নার ললাটে উন্নত বিন্দু রচনা করিয়া দিলেন ॥ ১০৩

ললিতা তাঁহাকে বিন্দুসহ তিলকযুক্ত দেখিয়া বলিলেন—হে আনন্দময়ী দয়াশীলে! তুমি নিজ পাণিকমলদ্বারা যে বিন্দু রচনা করিলে তাহা "শ্যামমোহন" নামে বিখ্যাত হউক ॥ ১০৪

মধুর আলাপে ও মনোহর রচনানৈপুণ্যে অতীব দক্ষা শ্রীরাধা বন্ধুত্ব উৎপাদনে সখীগণের আনন্দ বিধান করিয়া বলিলেন—সখি! দেখ, শ্রীমধুসূদনের একমাত্র আনন্দদায়িনী আমার নেত্রের তৃপ্তিপ্রদা এই সখী কাঞ্চনমঞ্জরীর ন্যায় আমার চিত্ত আপ্যায়িত করিতেছে ॥ ১০৫

বিশাখা প্রাহ ললিতে সেয়ং কৃষ্ণপ্রিয়াধুনা।
রাধয়ানুগৃহীতা সা নাম্না কনকমঞ্জরী ॥ ১০৬

প্রেমানন্দময়ী রাধেত্যুচে কনকমঞ্জরীম্।
ললিতাদির্যথা নিত্যা তথা নিত্যা প্রিয়াসি মে ॥ ১০৭

অভিনন্দ্যাভিবাদ্যাথ তে শ্রীরাধাং সমূচতুঃ।
ত্বৎপ্রসাদেন দেবীয়ং লব্ধা সুষ্ঠু মহিষ্ঠতাম্ ॥ ১০৮

করকাসবিধে সখি কুঞ্জতলে
তব নূপুরলম্ভনকীর্ত্তিবলাৎ
স্বসখী-সমুদায়ভিদা বিদিতা
নবকাঞ্চনমঞ্জরী নাম গতা ॥ ১০৯

অহো সেয়ং ধন্যাপ্যতুলমহিমা সাধনবশাদ্
যতস্তে শ্রীহস্তাম্বুজরচিতবিন্দূত্থদলিকা।
শচীসাবিত্র্যাদিত্রিদশরমণীমৃগ্যচরণা
যতোঽমূং চ স্বালীসদসি বিদিতাং শীঘ্রমকরোঃ ॥ ১১০

বিশাখা বলিলেন—ললিতে! সেই এই "কৃষ্ণপ্রিয়া" এখন শ্রীরাধা কর্তৃক অনুগৃহীতা হইয়াছেন। ইহার নাম—কনকমঞ্জরী ॥ ১০৬

প্রেমানন্দময়ী রাধা কনকমঞ্জরীকে বলিলেন—ললিতাদি সখীগণের ন্যায় তুমিও আমার নিত্যপ্রিয়া ॥ ১০৭

তাঁহারা উভয়ে শ্রীরাধার বাক্য অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—এই দেবী তোমার প্রসাদে শ্রেষ্ঠ মহিমা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০৮

হে সখি, দাড়িম্ব বৃক্ষের নিকটে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে তোমার নূপুর প্রাপ্তির সৌভাগ্যবলে ইনি নিজ বিশিষ্ট সখীগণের মধ্যে বিদিতা হইয়া নূতন কাঞ্চনমঞ্জরী নাম পাইলেন ॥ ১০৯

এবমেবমসকৃৎ কথয়িত্বা স্বালয়ং প্রতি যযুর্মুদিতাস্তাঃ।
দুঃখিতা কনকমঞ্জরীরাসীৎ তদ্বিয়োগবিধুরাত্র নিকুঞ্জে ॥ ১১১

ততস্তদিচ্ছাবশতঃ স্বরূপং
স্বীয়ং সমাসাদ্য স কৃষ্ণদাসঃ।
প্রেমার্দ্রচিত্তো নিরগান্নিকুঞ্জাৎ
শ্রীবিন্দুশোভালসদাস্যপদ্মঃ ॥ ১১২
বিন্দূল্লসত্তিলকিতং তমবেক্ষ্য সাক্ষাদ্
বৈলক্ষ্যমাপুরপরে হরিভক্তমুখ্যাঃ।
শ্রীজীব এব গতিবিদ্রহসীহ কিঞ্চিৎ
পপ্রচ্ছ তং স খলু বৃত্তমথাহ জীবম্ ॥ ১১৩

অহো এই কনকমঞ্জরী ধন্যা ও অতুলমহিমান্বিতা ? যেহেতু সাধনবলে ইনি তোমার শ্রীহস্তপদ্মদ্বারা রচিত বিন্দু ললাটে পাইয়াছেন। শচী সাবিত্রী প্রভৃতি দেবরমণীগণ ইহার চরণ নিরন্তর অন্বেষণ করিবেন, যেহেতু আপনি নিজসখীগণের মধ্যে ইহাকে অবগত করাইলেন ॥ ১১০

পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিয়া তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন। কনকমঞ্জরী নিকুঞ্জে তাঁহাদের বিয়োগকাতর হইয়া অতীব দুঃখ অনুভব করিলেন ॥ ১১১

অনন্তর তদীয় (শ্রীরাধার) ইচ্ছাক্রমে সেই কৃষ্ণদাস নিজ পূর্ব্বস্বরূপ লাভ করিয়া নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে তাঁহার চিত্ত প্রেমানন্দে সিক্ত ছিল এবং তাঁহার মুখকমল শ্রীবিন্দুর শোভায় রঞ্জিত ছিল ॥ ১১২

অপর হরিভক্ত প্রধানগণ তাঁহাকে সাক্ষাতে বিন্দুশোভিত প্রোজ্জ্বল তিলকে রঞ্জিত দেখিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু রহস্যজ্ঞ শ্রীজীবগোস্বামী গোপনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন ॥ ১১৩

অনুমিতমপি তচ্ছ্রুত্বা জীবঃ প্রেমাকুলোঽথ তং প্রাহ।
ধন্যোঽসি ভাগ্যরাশে! দুরধিগমা ত্বৎকৃপা লব্ধা॥ ১১৪

এতদ্বৃত্তং দুর্জ্জনঃ কোঽপি গত্বা
বৈষম্যেণ শ্রীগুরোরাহ সাক্ষাৎ।
যস্তে শিষ্যঃ কৃষ্ণদাসাভিধানো
ধৃত্বা বিন্দুং স স্বধর্ম্মচ্যুতোঽভূৎ॥ ১১৫

হৃদয়ানন্দদেবোঽয়ং শ্রুত্বা দুর্ব্বচনং ততঃ।
ক্রোধাবিষ্টঃ স্বভবনাদ্ গতো বৃন্দাবনং প্রতি॥ ১১৬

সতাং সদসি সম্ভাষ্য কৃষ্ণসূনুং সমাহ্বয়ৎ।
রুষা তমবদদ্বাণীং 'কথং কুজ্ঞানমাশ্রিতঃ'॥ ১১৭

পূর্ব্বে অনুমান করিলেও শ্রীজীব সেই ঘটনা-শ্রবণে প্রেমাকুল হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে সৌভাগ্যরাশে! তুমিই ধন্য। যেহেতু তুমি শ্রীরাধারাণীর অতীব সুদুর্ল্লভ কৃপা পাইয়াছ॥ ১১৪

কোনও দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহার (শ্যামানন্দের) গুরুদেব শ্রীহৃদয়ানন্দের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত বিপরীতভাবে বলিল—"আপনার কৃষ্ণদাস-নামক শিষ্য তিলকমধ্যে বিন্দুধারণ করিয়া স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে"॥ ১১৫

শ্রীল হৃদয়ানন্দ তাহার মুখে দুর্ব্বাক্য শুনিয়া ক্রোধাবেশে স্বভবন হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ১১৬

বৈষ্ণবগণের সভায় ঐ বিষয় আলাপ করিয়া কৃষ্ণ-তনয়কে আহ্বান করিলেন এবং রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'কেন তুমি কুমতি আশ্রয় করিলে?'॥ ১১৭

কুতো বা শিক্ষিতো ধর্ম্মঃ কো বা বিন্দুং প্রদত্তবান্।
ইত্যুক্ত্বা কৃষ্ণসূনুং তং সহসাতাড়য়ৎ ক্রুধা ॥ ১১৮
তস্যাং রাত্রৌ বৃষরবিসুতা শ্রীমতী স্বপ্নদম্ভাৎ
সুপ্তং কিঞ্চিৎ পরুষবচনং তদ্‌গুরুং প্রাহ রুষ্টা।
শ্যামানন্দে যদরচি বৃথা দণ্ড এষ ত্বয়ালং
সোঽয়ং সাক্ষান্ময়ি সুবিহিতঃ পশ্য চিহ্নং মদঙ্গে ॥ ১১৯
ত্বচ্ছিষ্যোঽয়ং নিত্যসিদ্ধরূপা কনকমঞ্জরী।
তল্ললাটে ময়া বিন্দুর্দত্তস্তদ্দূষণং নু কিম্ ॥ ১২০
কৃষ্ণনিত্যপ্রিয়া সাপি মমাত্মা রসরূপিণী।
ভিন্নভাবং ন জানীহি যথা চাহং তথৈব সা ॥ ১২১

'তুমি কোথায় বা ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছ এবং কে তোমাকে বিন্দু প্রদান করিল? এই বলিয়া তিনি ক্রোধবশে সহসা কৃষ্ণপুত্রকে তাড়ন করিলেন। ১১৮

সেই রাত্রিতে শ্রীমতীবৃষভানুনন্দিনী ক্রুদ্ধা হইয়া স্বপ্নযোগে তাঁহার নিদ্রিত গুরুকে কিছু কর্কশবাক্য বলিলেন—'তুমি শ্যামানন্দের প্রতি বৃথা যে দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা আমার প্রতি বিহিত হইয়াছে। তাহার চিহ্ন আমার অঙ্গে অবলোকন কর'॥ ১১৯

তোমার শিষ্য এই কৃষ্ণতনয় নিত্যসিদ্ধা কনকমঞ্জরী; তাহার ললাটে আমি বিন্দু প্রদান করিয়াছি। তাহার দোষ কি আছে?॥ ১২০

আমার প্রিয়া রসরূপিনী সেও কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া। ভিন্নভাব জানিও না। আমি [illegible] তদ্রূপা॥ ১২১

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা রাধা ত্যক্তনিদ্রঃ স ভাবিতঃ।
মহাপরাধযুক্তোঽহং ততো মুক্তোঽস্মি বা কথম্ ॥ ১২২
কৃষ্ণসূনোরয়ং প্রেমা ত্রৈলোক্যেনাপি দুর্লভঃ।
যদর্থং ময়ি রুষ্টাসীচ্ছ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ১২৩
ইত্থং চিন্তাকুলো রাত্রৌ প্রাতরুত্থায় সত্বরঃ।
জীবগোস্বামিনং সর্ব্বান্ মহান্তাংশ্চাহ লজ্জিতঃ ॥ ১২৪
কৃষ্ণদাসে বৃথা দণ্ডং কৃতবান্ মন্দধীরহম্।
তেনাপরাধিতো রাধাপদাব্জে যুক্তিরত্র কা ॥ ১২৫
শ্রুত্বা জীবো মহান্তশ্চ প্রোচুস্তমধিকারিণম্।
অপরাধক্ষমার্থং ত্বং দ্বাদশাহংমহোৎসবম্ ॥ ১২৬

ইহা বলিয়া শ্রীরাধা অন্তর্দ্ধান করিলেন। গুরুও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—'আমি মহাপরাধ অর্জ্জন করিলাম। কি প্রকারে তাহা হইতে মুক্ত হইব'?

কৃষ্ণতনয়ের এই প্রেম ত্রৈলোক্যেরও দুর্লভ। তৎকারণে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছেন ॥ ১২৩

তিনি রাত্রিতে এইরূপ চিন্তাকুল থাকিয়া প্রভাতে দ্রুত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শ্রীজীব গোস্বামী ও মহান্তগণকে লজ্জিতভাবে সমগ্র ব্যাপার নিবেদন করিলেন ॥ ১২৪

মন্দবুদ্ধি আমি কৃষ্ণদাসকে বৃথা দণ্ড প্রদান করিয়াছি এবং তাহাতে আমি শ্রীরাধিকাদেবীর পাদপদ্মে অপরাধী হইয়াছি। এই বিষয়ে পরামর্শ কি?' ১২৫

শ্রীজীব গোস্বামী ও মহান্তবর্গ শ্রবণপূর্ব্বক অধিকারী হৃদয়ানন্দ প্রভুকে বলিলেন—'অপরাধের ক্ষমাপণের নিমিত্ত আপনি দ্বাদশ দিবস ব্যাপী

প্রসন্নহৃদয়েনাপি শ্যামানন্দং মহাশয়ম্ ।
বিধেহি স্বীকৃতং ততে প্রসন্না শ্রীমতী ভবেৎ ॥ ১২৭

তদা মহোৎসবারম্ভঃ কৃতো বৃন্দাবনে তথা ।
প্রেমানন্দরসে মগ্নঃ শ্যামানন্দং সমব্রবীৎ ॥ ১২৮

অয়ে শৃণু হরিপ্রিয়ে কিমিহ বর্ণ্যতে তে কৃতি-
র্ব্যধায়ি যদলৌকিকং ভুবি সুদুর্লভং সাধনম্ ।

নিকুঞ্জমণিমণ্ডপপ্রকরমার্জ্জনং চেশয়োঃ
কথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিকমরং পরপ্রেমদম্ ॥ ১২৯

ভক্ত্যা বশীকৃতা শ্রীমদ্রাধা বিন্দুং দদৌ যথা ।
অহং তথা প্রসন্নস্তে দাস্যামি পরমং বরম্ ॥ ১৩০

মহোৎসব প্রদান করুন এবং হৃষ্টচিত্তে শ্যামানন্দকে অঙ্গীকার করুন, তাহা হইলে শ্রীমতী আপনার প্রতি প্রসন্না হইবেন ॥ ১২৬-২৭

তখন উক্তপ্রকারে বৃন্দাবন মধ্যে মহোৎসব আরম্ভ করা হইল এবং অধিকারী ঠাকুর প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া শ্যামানন্দকে বলিলেন ॥ ১২৮

'অয়ি হরিপ্রিয়ে ? তুমি পৃথিবীতে যে সুদুর্লভ অলৌকিক কার্য্য সাধন করিলে তোমার সেই কার্য্য আমি আর কি বর্ণনা করিব ? ঈশযুগলের নিকুঞ্জ মণ্ডপসমূহের মার্জ্জন এবং সত্বর শ্রেষ্ঠপ্রেমদ ভগবল্লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সম্পাদন করিয়াছ ॥ ১২৯

তুমি ভক্তির বলে শ্রীরাধিকাকে এমন বশীভূত করিয়াছ যে, তিনি তোমার কপালে বিন্দুপ্রদান করিয়াছেন। অতএব আমিও তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব' ॥ ১৩০

নিশম্য মধুরং বচস্তদনু কৃষ্ণদাসো মুদা
প্রণম্য শিরসাঽসকৃদ্ভুবি সুবিদ্ধবাষ্পাকুলঃ।
সগদ্গদগিরাঽবদদ্ যদি দয়া দয়াব্ধে ময়ি
স্বয়ংকৃতমহোৎসবং পরমিমং বরং দেহি মে॥ ১৩১
প্রত্যব্দমেবং কুরু সন্মহোৎসবং
মমাজ্ঞয়া সোঽস্তু যথেষ্টমেধিতঃ।
ভূয়াঃ স্বশক্ত্যা ভুবনৈকপাবনো
ব্রুবংস্তমিত্থং পরিষস্বজে গুরুঃ॥ ১৩২
শ্রীমন্মদনগোপালঃ প্রাগ্ জীবমাদিশৎ প্রভুঃ।
নরোত্তমঃ শ্রীনিবাসঃ শ্যামানন্দো গুণার্ণবঃ॥ ১৩৩
প্রেষিতব্যাঃ প্রযত্নেন পাষণ্ডানাং দমায় বৈ।
রাঢ়দেশে তথা গৌড়ে হ্যুৎকলেষু তথৈব চ॥ ১৩৪

অনন্তর কৃষ্ণদাস সেই মধুর বাক্য শুনিয়া সানন্দে মস্তক দ্বারা পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকায় প্রণাম করিয়া হর্ষাশ্রুতে আকুল হইলেন এবং গদগদবাক্যে বলিলেন—'হে দয়াসিন্ধো! যদি আমার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে তবে ভবৎকৃত্য মহোৎসবই বররূপে প্রদান করুন'॥ ১৩১

"প্রতিবর্ষে এইরূপে মহোৎসব সম্পাদন করিতে থাক এবং আমার আজ্ঞায় তাহা যথেষ্ট বৃদ্ধিলাভ করুক। তুমি স্বীয় শক্তিবলে ত্রিভুবনের পবিত্রকারী হও।" গুরুদেব তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন॥ ১৩২

শ্রীমন্মদনগোপালদেব পূর্ব্বেই শ্রীজীবকে আদেশ করিয়াছিলেন—গুণসাগর 'নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দকে রাঢ়দেশে, গৌড়ে ও উৎকলে পাষণ্ডগণের দমনার্থ প্রেরণ কর'॥ ১৩৩—৩৪

ন গচ্ছন্তি সুখেনৈব মদ্ভক্তাস্তীর্থগামিনঃ।
দুষ্টাঃ পুলিন্দা রাজানো ঘ্নন্তি প্রাণান্ সুদুর্দ্দঃ॥ ১৩৫

প্রেমার্ণবতরঙ্গেন দুষ্টদেশান্ বিমজ্জয়।
তীর্থাটনং করিষ্যন্তি সাধবো মে নিরাপদঃ॥ ১৩৬

ইত্থং তন্মুখতঃ শ্রুত্বা সমভাবা হি তে ত্রয়ঃ।
প্রেমপ্লুতা গতাঃ শ্রীমজ্জীবগোস্বামিনং প্রতি ॥ ১৩৭

প্রসন্নহৃদয়াজ্জীব আদিদেশ তথৈব তান্।
ততো গ্রন্থান্ সমাদায় প্রণিপত্য যযুর্ম্মুদা॥ ১৩৮

গৌড়রাঢ়-প্রমোদায় শ্রীনিবাস-নরোত্তমৌ।
পাষণ্ডদমনায় শ্রীশ্যামানন্দস্তথোৎকলে॥ ১৩৯॥ যুগ্মকম্॥

'তীর্থগমনেচ্ছু আমার ভক্তগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পারে না। অতীব দুর্দ্দান্ত পুলিন্দ (শবর) ও রাজারা তাহাদের প্রাণবধ করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রেমসাগরের তরঙ্গ দ্বারা দুষ্টদেশগুলিকে নিমজ্জিত কর; আমার ভক্ত সাধুগণ বিপৎশূন্য হইয়া তীর্থভ্রমণ করুক'॥ ১৩৫-৩৬

তাঁহার শ্রীবদন হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমান ভাববিশিষ্ট সেই তিন প্রভু প্রেমে আর্দ্র হইয়া শ্রীজীবের সমীপে গমন করিলেন॥ ১৩৭

শ্রীজীবও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে সেই প্রকার আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা গ্রন্থসমূহ লইয়া সানন্দে প্রণিপাতপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন॥ ১৩৮

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম গৌড়মণ্ডল ও রাঢ়দেশের প্রমোদের নিমিত্ত এবং শ্রীশ্যামানন্দ উৎকলপ্রদেশে পাষণ্ডদমন হেতু গমন করিলেন॥ ১৩৯

শ্যামানন্দবিধুর্বিভাতি নিতরাং শক্ত্যা জগন্মণ্ডলে
স্বপ্রেমামৃতসৎকরৈঃ পরমহো পাপান্ধকারং হরন্ ।
দুষ্টান্ কোকগণানরং বিরচয়ন্ শোকাকুলান্নির্ভরং
রাধাকৃষ্ণরসামৃতাব্ধিলহরীং সংবর্দ্ধয়ন্ রাজতে ॥ ১৪০
শ্রুত্বা কৃষ্ণসুতস্য চাদ্ভুতগুণান্ সর্ব্বে নৃপা ভূতলে
দৃষ্ট্বা শান্তগুণং প্রসন্নবদনং প্রেমস্বরূপং প্রভুম্ ।
ত্যক্ত্বা দুষ্টকুসঙ্গকুৎসিতকথাঃ শ্রীকৃষ্ণভাবে রতাঃ
প্রেমানন্দরসাব্ধিমগ্নমনসঃ শীঘ্রং যযুঃ শিষ্যতাম্ ॥ ১৪১
স্বপ্রেমামৃতদানেন দুষ্টান্ জীবান্ প্রমোদয়ন্ ।
মহামহোসবারম্ভং চকার স্বস্থলে প্রভুঃ ॥ ১৪২

শ্যামানন্দশশধর নিজ প্রেমামৃতরূপ উত্তম রশ্মিসমূহ দ্বারা পাপান্ধকার হরণ করিয়া দুর্জ্জনরূপ চক্রবাকগণকে দ্রুত অতিশোকাকুল করিয়া এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমামৃতসমুদ্রের তরঙ্গ বর্দ্ধিত করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৪০

কৃষ্ণপুত্রের অদ্ভুত গুণের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে সুশান্ত প্রসন্নবদন ও প্রেমস্বরূপ দেখিয়া পৃথিবীর সমুদয় নৃপতি দুর্জ্জনসঙ্গ ও কদালাপ ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভাবের অনুশীলনে ব্যাপৃত হইলেন এবং প্রেমরসসমুদ্রে তাঁহাদের চিত্ত নিমজ্জিত হওয়ায় তাঁহারা শীঘ্রই তাঁহার শিষ্যতা লাভ করিলেন ॥ ১৪১

প্রভু শ্যামানন্দ নিজ প্রেমামৃতদানে দুর্ব্বৃত্ত জীবগণের আনন্দ সম্পাদন করিয়া নিজ বাসস্থানে মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪২

গন্তম্

অহো সোঽয়ং শ্রীশ্যামানন্দস্ত্রিভুবনৈকানন্দকন্দঃ সকল-নর-বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদারবিন্দো নিজভক্তজনসম্পাদিত-মহামহোৎসবারম্ভং স্বস্থলেষু প্রকটয়ন্ সর্ব্বানানন্দয়ন্ নন্দতি স্ম॥ ১৪৩

সুদীপ্তজ্যৈষ্ঠশুক্লপক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ স্বগণ-সহিত-বিহিত-রাসস্থলমার্জ্জনাদিকর্ম্মসুবরণীকৃত-কর্ম্মনিপুণব্রাহ্মণগণ-বিঘ্নোৎসারণ-মঙ্গলাদিবেদপঠন-সুমনোজ্ঞশঙ্খবাদিত্র-নিঃস্বন কলশ-স্থাপন-ধ্বজতোরণারোপণ-বস্ত্রাদিক-পুষ্প-নিকর-গন্ধাদি-সদুপহারৈঃ শ্রীলক্ষ্মীপূজামধিবাসবিধিং চ কৃত্বা দ্বাদশাহান্ সর্ব্বৈঃ পরিপূর্ণমস্তু ইতি মনসা সঙ্কল্পমাচচার॥ ১৪৪

গদ্যাংশ

অহো ত্রিভুবনমধ্যে একমাত্র আনন্দমূর্ত্তি, সকল মানব ও দেববৃন্দ কর্ত্তৃক বন্দিতচরণ সেই শ্যামানন্দপ্রভু নিজ বাসস্থলে আপন ভক্তগণ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত মহামহোৎসবের উদ্যোগ করিয়া নিখিল জনবৃন্দের আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক স্বয়ং আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইতেছিলেন। ১৪৩

উজ্জ্বল জ্যৈষ্ঠীয় শুক্লপঞ্চমী তিথিতে নিজভক্তগণ সমভিব্যাহারে রাসস্থলী মার্জ্জন প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত করাইয়া কর্ম্মকুশল ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা বিঘ্নাপসারণ, মঙ্গলোচ্চারণ, বেদপাঠাদি করিতে থাকিলেন। অতি মনোজ্ঞ শঙ্খাদির মাঙ্গলিক বাদ্য ধ্বনিত হইতে লাগিল, কলসস্থাপন, ধ্বজারোপণ, তোরণনির্ম্মাণপূর্ব্বক বস্ত্র, পুষ্প ও গন্ধাদি শ্রেষ্ঠ উপহারযোগে শ্রীলক্ষ্মীপূজা অধিবাসাদিক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। অনন্তর দ্বাদশদিবস সর্ব্ববস্তুদ্বারা ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকুক' এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প আচরণ করিলেন॥



শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভু শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।
শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন যজ্ঞ ও শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ ব্যাখ্যান।

শ্রীস্বর্ণরেখাভটপ্রকটবংশীবটনিকটসংঘটিতলোক-সংঘট্টকেষু প্রফুল্লফুল্লনবদলবকুলদ্রুমমালঘনদলতমালতরুকড়ম্বেষু বিকসিত চম্পকাশোককুরুবককুন্দকরককিংশুককদম্বেষু শুক-কোকিলাদি-ধ্বনিনিকরমধুরতরমধুপকুলঝঙ্করণালঙ্কৃতমঞ্জুতরকুঞ্জপুঞ্জেষু রজনী-করকরসুভগতর পুলিনবিপিনদিক্‌চিন্তামণি-ভূমিনিচয়-সুমনোরম কল্পদ্রুমতলেষু মন্দগন্ধসুশীতলচলদনিলসেবিত প্রশান্তস্বপরিকর-নিকরনির্গতশ্রমভরেষু ॥ ১৪৫ কঙ্কণাদিধ্বনিপূরিতনারীগণ-নৃত্যবিদিত-শ্রীরাধাভাবমুদিতবদনযুক্ত-বংশীস্বর আরম্ভিতরাগ-নিকরগায়ন-কৃতকামমন্ত্র আনন্দিতনন্দপুত্র-পরিপূর্ণিতরাসস্থলেষু

শ্রীসুবর্ণরেখার তীরে প্রকাশিত বংশীবটের নিকটে অসংখ্য লোক সংঘট্ট হইল। তথায় প্রফুল্লপুষ্পভূষিত নবকিশলয়যুক্ত বকুলতরুসমূহ, ঘনপত্রবিশিষ্ট তমালবৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান ছিল। চম্পক, অশোক, কুরুবক, কুন্দ, দাড়িম্ব, কিংশুক ও কদম্ব পুষ্পসমূহ বিকসিত হইয়াছিল। তথায় লতাগৃহসমূহ শুক কোকিলাদির গান ও মধুব্রতর ভ্রমর-ঝঙ্কার দ্বারা অতীব মনোরমতা ধারণ করিল। চন্দ্রালোকে মনোহর তটপ্রদেশ, কানন ও দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিলে সেই চিন্তামণিময় ভূমিবিশিষ্ট মনোহর কল্পতরুর নিম্নপ্রদেশ সুশোভিত হইল। মৃদুমন্দ সুগন্ধ ও সুশীতল চঞ্চল সমীরণের সেবায় প্রশান্ত নিজপরিকরবর্গের শ্রম অপনোদিত করিতেছিল ॥ ১৪৫

কঙ্কণাদির ধ্বনি-সম্বলিত নারীগণের নৃত্যদ্বারা জ্ঞাপিত শ্রীরাধার ভাবে আনন্দিতবদনে বংশীস্বর ধ্বনিত হইতে থাকিলে এবং সমুদয় রাগযোগে কামগায়ত্রী গীত হইতে থাকিলে আনন্দিত নন্দনন্দন কর্ত্তৃক রাসস্থলী পরিপূরিত হইল। সকল দিগ্‌বিদিগ হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত মহান্তবর্গ,

সকলদিগ্বিদিগাগতামন্ত্রিতমহামহান্তগণ-প্রেমাদিগুণ-সম্পন্নবৈষ্ণবগণনানাবিধশাস্ত্রনিপুণমণ্ডিতগুণপণ্ডিতগণ-খণ্ডিত-শোকভরেষু সম্পাদিতনানাস্বরসম্মেলনযন্ত্রনিকরগায়নকৃতভাবক-গণসানন্দিতনাটকবৃন্দেষু ॥ ১৪৬ সবিমর্দ্দলমর্দ্দল-লম্পটপটহ-মহাপণপণব-ঢক্কারিতঢক্কারব-গভীরতরভেরীঝঙ্কৃত-দুন্দুভিহুঙ্কার নিরবধিবধিরায়মাণ জননিকরেষু-তুলভদর্শনোৎসুক ভূপতিগণ-সানন্দিতযাত্রিকজনমুখমুখরায়মাণজয়জয়ধ্বনিধ্বনিতজগদণ্ড-ভাণ্ডকুহরেষু ॥ ক্ষণক্ষণদেদীয়মান-পেপীয়মান-লেলিহ্যমান-চোষ্য-মাণ-চর্ব্ব্যমাণচতুর্ব্বিধান্নানি নানোপহার মিষ্টান্ন-সুবর্ণবর্ণনাগবল্লী-দলৈলালবঙ্গাদিবহুবিধদ্রব্যবিশেষান্ যথেষ্টং যথাযোগ্যং তেষু

প্রেমিক বৈষ্ণবগণ ও বহুশাস্ত্রকুশল গুণবান্ পণ্ডিতকুল সকলের শোকবিনাশ করিতেছিলেন। ভাবুকগণ নানাবিধ স্বরসংযোগে বাদ্যযন্ত্রসমূহ দ্বারা গীত ও নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠান করিতেছিলেন॥ ১৪৬

মাদলের বিমর্দ্দ, পটহের লাম্পট্য, পণবের তান, ঢক্কার শব্দ, গভীর ভেরী ঝঙ্কার ও দুন্দভির হুঙ্কার সতত জনবৃন্দকে বধির করিতেছিল। সেই দুলভদর্শনে কৌতুহলী ভূপতিবৃন্দ, আনন্দপূর্ণ যাত্রিকবর্গ নিরন্তর জয়ধ্বনি দ্বারা মুখরিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে মহান্ কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছিল॥ ১৪৭

প্রতিক্ষণে 'দাও দাও', 'খাও খাও' রবের সহিত চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও ষড়্রসসমন্বিত নানা উপহার ও মিষ্টান্ন জনবৃন্দ মধ্যে পরিবেষিত হইতেছিল। স্বর্ণবর্ণ তাম্বূলপত্র, এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ বিশিষ্ট দ্রব্য যথেচ্ছ যথাযোগ্যভাবে পরিপূর্ণরূপে

এবমেব দ্বাদশাহপরিপূর্ণেষু গতেষু মহান্তবৃন্দেষু নরনিকর-কোলাহলেষু প্রেমানন্দেন মহান্তাদিগণসহিতেন স্বভক্তবৃন্দেন মহাসঙ্কীর্ত্তনারম্ভেণ দধ্যুৎসবাদিকং কৃত্বা সর্ব্বৈঃ সহ নদীতীর-মাসাদ্য কৌতুকেন জলকেলিং চ কৃত্বা পুনঃ পুরমাজগাম ॥ ১৪৮

ততঃ সর্ব্বান্ যথাযোগ্যং বিচিত্রবসনাভরণদ্রব্যবিশেষৈঃ পরি-তোষয়ন্ প্রত্যব্দমেবং সর্ব্বে আগমিষ্যন্তীত্যুক্ত্বা স্ব-স্বস্থানেষু প্রোষয়মাস। ততঃ পরমানন্দেন স্বাভীষ্টসেবানুশীলনে স্বস্থানে উবাস ॥ ১৪৯

কো বেত্তি লোকে রসসাগরস্য।
শ্রীকৃষ্ণসূনোঃ পরমং চরিত্রম্ ॥
নিদেশতস্তস্য কৃপার্ণবস্য।
প্রোক্তং ময়া কিঞ্চিদলৌকিকং গুণম্ ॥ ১৫০

বিতরিত হইল। এইরূপে দ্বাদশদিন মহামহোৎসব সমাপ্তিলাভ করিলে মহান্তবৃন্দ স্বস্থানে গমন করিলেন, মানবগণের কোলাহল শুদ্ধ হইল। তখন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তিনি নিজভক্তগণের সহিত দধিমহোৎসব সম্পাদনপূর্ব্বক সকলের সঙ্গে নদীতীরে আগমন করিলেন এবং আনন্দ-সহকারে জলকেলী সমাপনান্তে পুনর্ব্বার নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ১৪৮

অনন্তর সকলকে যথাযোগ্য বিচিত্র বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিশিষ্ট দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া 'প্রতি বৎসর এইরূপে সকলেই আগমন করিবেন' ইহা বলিয়া নিজ নিজ ভবনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি পরম আনন্দসহকারে আপন অভীষ্টদেবের সেবানুশীলন করিয়া স্বস্থানে বাস করিতে লাগিলেন॥ ১৪৯

যস্যালাপাদ্ভবতি সততং প্রেমলাভোঽপি কৃষ্ণে
যস্যালাপাদ্ভবতি মধুরে চাগ্রহস্যাপি বৃদ্ধিঃ।
যস্যালাপাদ্ভবতি সততং শোককুজ্ঞাননাশঃ
শ্যামানন্দং ভজ গুণনিধিং দীনচিন্তামণিং তম্ ॥ ১৫১
শাকে বসুদৃগৃত্বিন্দৌ চৈত্রে চ শুক্লপক্ষকে।
মুরারিণা তু রাকায়াং কৃতো বিন্দুপ্রকাশকঃ ॥ ১৫২

ইতি শ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ পরিপূর্ণতামগাৎ।

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

পৃথিবীতে রসসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণতনয়ের শ্রেষ্ঠ চরিত্র কেহ বা অবগত আছেন? সেই করুণাসাগর প্রভুর আদেশক্রমে আমি কিঞ্চিন্মাত্র অলৌকিক গুণ বর্ণন করিলাম॥ ১৫০

যাঁহার চরিত্র নিরন্তর অনুশীলনে কৃষ্ণে প্রেমলাভ হয়, মধুর রস আস্বাদনে উৎসুক্য বৃদ্ধি লাভ করে এবং সর্ব্বদা শোক ও কুজ্ঞান নাশপ্রাপ্ত হয়, সেই দীনচিন্তামণি গুণনিধি শ্যামানন্দকে ভজনা কর॥ ১৫১

১৬২৮ শকাব্দে চৈত্রীয় শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে* মুরারি কর্ত্তৃক এই বিন্দুপ্রকাশ গ্রন্থ সম্পাদিত হইল॥ ১৫২

[*শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর আবির্ভাব তিথি।]

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

সংযোজন—৯ পৃষ্ঠা ৩০নং অনুবাদে প্রথম—
"শ্রীগোবর্দ্ধনের নয়নযুগল স্বরূপ"

॥ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর হইতে প্রাপ্তব্য গ্রন্থরাজি ॥

১। শ্রীশ্রীরসিক মঙ্গল—শ্রীমদ্ গোপীজনবল্লভ দাস—টাঃ ২৫·০০

২। শ্রীশ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ—শ্রীমুরারি কবিবর (২য় সংস্করণ)—৫·০০

৩। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যম্—শ্রীমদ্রাধানন্দ দেব গোস্বামী—৫-০০

৪। আস্তিকাদর্শনম্—শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী—৩৫-০০ (একত্র ৪খণ্ড - সূত্র, ভাষ্য, বঙ্গানুবাদ সহ)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস— ৫-০০

৬। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ শতকম্—শ্রীমদ্রসিকানন্দ দেব গোস্বামী বিরচিত টীকা - শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃতা, বঙ্গানুবাদ সহ—যন্ত্রস্থ।

৭। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর (গুপ্ত বৃন্দাবন) মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রীকৃষ্ণকেশবানন্দ দেব গোস্বামী, বি-এ, সঙ্কলিত—যন্ত্রস্থ।

৮। শ্রীকৈবল্যশতকম—পদ্যানুবাদসহ—শ্রীশ্রীধরচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত।

৯। শ্রীশ্রীরসিকানন্দ চরিত্র—শ্রীশচীনন্দন অধিকারী বিদ্যাবিনোদ— ১-২৫

১০। শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ অবদান—ঐ -২৫

১১। বেদ ব্যবহৃত কল্পনা শব্দের অর্থ—ঐ -৫০

১২। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিতামৃত ও ভজন পদ্ধতি— ৫·০০

১৩। শ্রীভক্তিসাধন পদ্ধতি—(নিত্যকৃত্য আহ্নিক পূজা)— ৩-০০

—(★)—

মুদ্রণে—কুণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, নবদ্বীপ।